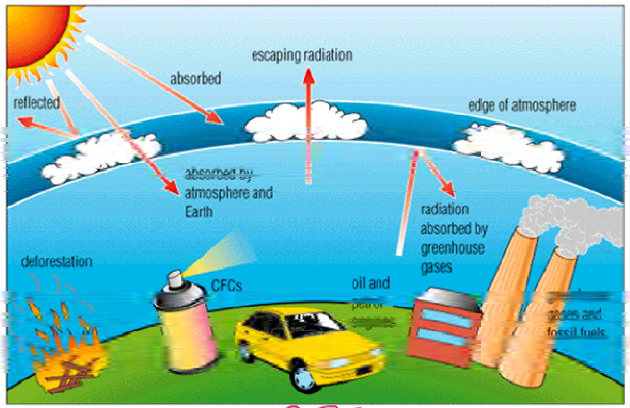

সি.এস.ও/এন.জি.ও এবং সাধারন কনজ্যুমারদের জন্য একটি কুইক্ গাইড

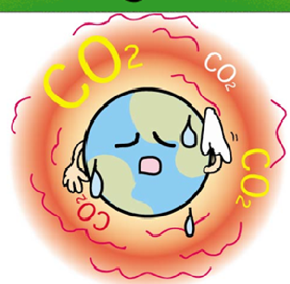

বিশ্ব উষ্ণায়নকে রুখতে রিনিউয়েবল্ এনার্জি (RENEWABLE ENERGY) এবং এনার্জি এফিসিয়েন্সির (ENERGY EFFICIENCY) প্রয়োজনীয়তা

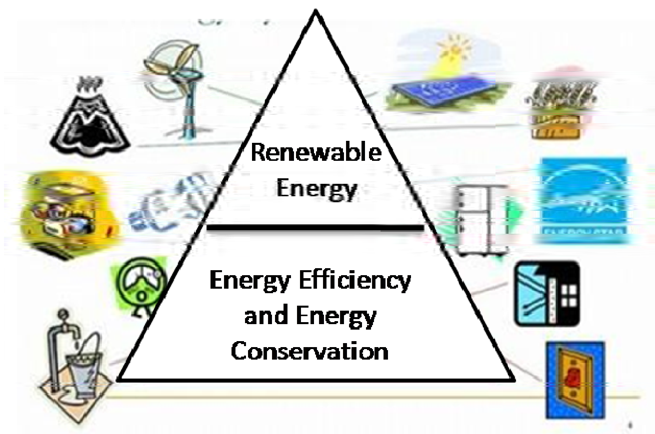

CUTS International

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
শুরুর কথা	১
বিশ্ব উষ্ণায়ন	২
ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট	৬
এনার্জি এফিসিয়েন্সি	৮
অচিরাচরিত বা অপ্রচলিত শক্তি	১৫
বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক	১৯
বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অভিযোগ প্রতিবিধান পদ্ধতি	২২
বিদ্যুত বাঁচাতে গেলে কি করতে হবে	২৫
এ্যাড্‌ভোকেসি করার বিভিন্ন পদক্ষেপ	২৬

শুরুর কথা

বিশ্ব উষ্ণায়ন সারা বিশ্বে একটি সর্বোচ্চ আলোচিত এবং গুরুতর সমস্যা । ভারতবর্ষ তথা অন্যান্য দেশ আজ বিশ্ব উষ্ণায়নের সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা করার উপায় খুঁজে চলেছে । উষ্ণায়ন - এর ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা উত্তোরত্তর বেড়েই চলেছে । এর ফলে একদিকে যেমন বৃষ্টিপাতের ধরনের পরিবর্তন ঘটছে একই সঙ্গে বেড়ে চলেছে বিভিন্ন রোগ ব্যাধির প্রকোপ । এই বিশ্ব উষ্ণায়নের অন্যতম প্রধান কারন হল জিবাশ্ম জ্বালানি বা ফসিল ফিউয়েল - এর ব্যবহার । এর থেকে বিভিন্ন গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গত হয় যা পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে জমা হতে থাকে এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়াতে থাকে ।

২০০৭ সালে ভারতবর্ষ থেকে যা গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গত হয়েছিল তা ১,৭২৭.৭১ কোটি টন কার্বনের সমান। এর সিংহভাগই নির্গত হয় এনার্জি সম্বন্ধীয় ক্ষেত্র থেকে এবং এনার্জি ক্ষেত্র থেকে যতটা গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গত হয় তার বেশীরভাগটাই (৬৫ শতাংশ) হয় বিদ্যুৎ ক্ষেত্র থেকে বা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গিয়ে । এর প্রধান কারন হল কয়লা ও অন্যান্য ফসিল ফিউয়েলের ব্যবহার । ভারতবর্ষের মোট কার্বন এমিশন্-এর ৫১ শতাংশ হয়েছে শুধুমাত্র বিদ্যুৎক্ষেত্র থেকে । পশ্চিমবঙ্গে মোট বিদ্যুতের যে উৎপাদন তার প্রায় ৯০ শতাংশই হয় ফসিল ফিউয়েল ব্যবহার করে । ২০০৬ সালে প্রকাশিত হওয়া ভারতের ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি পলিসি - তে বলা হয়েছে যে ২০৩১-৩২ অবধি ভারতবর্ষকে যদি ৮ শতাংশ করে যদি অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার বজায় রাখতে হয় তবে বিদ্যুত উৎপাদনকে বহুগুন বাড়াতে হবে । রিপোর্ট - এ বলা হয়েছে যে ২০০৩-০৪ এ যা বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল তার থেকে অন্তত ৫-৬ গুন বাড়াতে হবে । মনে রাখতে হবে যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি দেখার দরকার আছে যে সেই অর্থনৈতিক বৃদ্ধি যেন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারন না হয়ে দাঁড়ায় । বিদ্যুৎ ক্ষেত্র থেকে কার্বন এমিশন কমানোর জন্য প্রয়োজন -

- ✓ ফসিল ফিউয়েল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কমানো এবং অচিরাচরিত শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ানো
- ✓ অচিরাচরিত বিদ্যুৎ শক্তির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানো
- ✓ বিদ্যুত সঞ্চয়কারী বৈদ্যুতিন উপকরনগুলি আরও সহজলভ্য করা

এই পরিপ্রক্ষিতে কাটস্ একটি প্রজেক্টে কাজ করছে যার নাম *"A Diagnostic Study to Build the Capacity/Awareness Among CSOs to Demand for Demand Side Management (DSM) & Renewable Energy (RE) in India – DREC Project"* । অর্থাৎ ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট (বা বিদ্যুতের চাহিদাকে সঠিক ভাবে ম্যানেজ করা) এবং রিনিউয়েবল্ এনার্জি (অচিরাচরিত বিদ্যুৎ শক্তি) সম্বন্ধে সাধারন কনজ্যুমার, এন.জি.ও এবং সি.এস.ও-দেরকে সচেতন করা । ডি.আর.ই.সি প্রজেক্টের প্রধান উদ্দেশ্য হল এই দুটি বিষয়ের মৌলিক এবং বহুমুখী যে দিকগুলি আছে সে সম্পর্কে কনজ্যুমার এবং পলিসিমেকারদের ধারনা এবং সচেতনতার মধ্যে অসামঞ্জস্যতা দূর করা এবং এ সম্পর্কে এই দুই স্টেকহোল্ডার গ্রুপের মধ্যে চিন্তাধারার যে দূরত্ব তা কমিয়া আনা । এর ফলে পলিসিমেকাররা হয়ত সেই সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহন করবেন যাতে করে আরো বেশী সংখ্যক কনজ্যুমার অচিরাচরিত শক্তি দ্বারা চালিত বৈদ্যুতিন উপকরন অথবা বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারি বৈদ্যুতিন উপকরন ব্যবহার করবে।

এই ট্রেনিং ম্যানুয়েলের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল -

- ✓ অচিরাচরিত শক্তি দ্বারা চালিত বৈদ্যুতিন উপকরন এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারি বৈদ্যুতিন উপকরনগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে কনজ্যুমার, এন.জি.ও এবং সি.এস.ও-দেরকে সচেতন করা এবং এই ধরনের উপকরনের ব্যবহার করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করা
- ✓ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রন কমিশন্ ও তাদের কাজ, এবং অভিযোগ প্রতিবিধানের যে উপায় আছে সেই সম্বন্ধে কনজ্যুমার, এন.জি.ও এবং সি.এস.ও-দেরকে সচেতন করা
- ✓ এ্যাডভোকেসি সম্বন্ধে এন.জি.ও এবং সি.এস.ও-দেরকে সচেতন করা

বিশ্ব উষ্ণায়ন

বিশ্ব উষ্ণায়ন কি ?

পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াকে বিশ্ব উষ্ণায়ন বলা হয় । পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হল পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) এবং অন্যান্য গ্রীন হাউস গ্যাস - এর পরিমান বেড়ে যাওয়া । একে এক কথায় কার্বন এমিশন্ - ও বলা হয় । যে সমস্ত কারণে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) এবং অন্যান্য গ্রীন হাউস গ্যাস-এর পরিমান বাড়ে তার মধ্যে কয়েকটি অন্যতম হল - কয়লা পোড়ানো , পেট্রল ও ডিজেল পোড়ানো , কাঠ পোড়ানো ইত্যাদি । কয়লা, পেট্রল ও ডিজেল কে ফসিল ফিউয়েল বলা হয় । মানব সভ্যতার প্রায় সমস্ত কাজের জন্য প্রয়োজন ফসিল ফিউয়েল। যত বেশী একে পোড়ানো হবে ততই বেশী কার্বন এমিশন্ হবে ।

বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে বিশ্ব উষ্ণায়নের যে প্রভাব পড়েছে বা পড়ছে সেগুলি হল -

- ✓ বৃষ্টির ধরন পরিবর্তন - আজকাল বছরের নির্দষ্টি সময়ে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত না হয়ে কোনো এক সময়ে অতিবৃষ্টি হয়
- ✓ আগের থেকে অনেক বেশী এলাকা খরা প্রবন হয়ে উঠছে
- ✓ কোথাও কোথাও অসময়ে খুব গরম অথবা খুব ঠান্ডা পড়ছে
- ✓ গরমে তাপমাত্রা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে এবং রোদের তাতও খুব বেড়েছে
- ✓ এই পরিবর্তনকে আমরা জলবায়ুর পরিবর্তন বা ক্লাইমেট চেঞ্জ (Climate Change) বলি ।

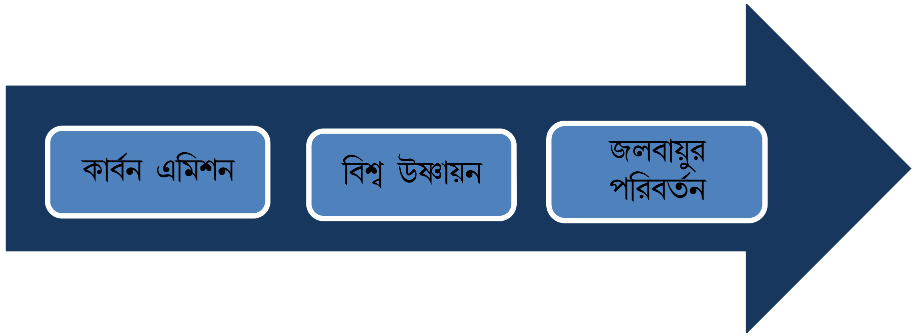

চিত্র নং ১ . কার্বন এমিশন , বিশ্ব উষণ্ণায়ন এবং জলবায়ুর পরিবর্তন - এর মধ্যে সম্পর্ক

গ্রীনহাউস গ্যাস এবং "গ্রীনহাউস গ্যাস এফেক্ট " কি ?

পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের অন্তর্গত সেই সব গ্যাসকে গ্রীনহাউস গ্যাস বলে যেগুলি পৃথিবীর থেকে নির্গত তাপকে শুষে নেয় যার ফলে পৃথিবীর থেকে গরম বেরোতে পারে না । বায়ুমন্ডলে এই গ্যাসের পরিমান বেড়ে গেলে তার একটি আচ্ছাদন পড়ে যায় । সেই আচ্ছাদন ঠিক কম্বলের মত কাজ করে যা ভেতরের সবকিছুকে গরম করে রাখে । শীতকালে কম্বল যেমন আরাম দেয় গরমকালে তেমনি তা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে । বিভিন্ন গ্রীনহাউস গ্যাসের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), জলীয় বাষ্প , মিথেন , ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CFC) ইত্যাদি হল অন্যতম ।

আমরা জানি পৃথিবী গরম হয় সূর্যের আলোতে । রাত্রে , সেই গরম আবার পৃথিবী থেকে বাইরে নির্গত হয়। বায়ুমন্ডলে গ্রীনহাউস গ্যাস থাকার জন্য সমপূর্ণভাবে সেই তাপ/গরম বাইরে যেতে পারে না এবং কিছুটা পৃথিবীর ভেতরেই থেকে যায় । এর ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকে । একে আমরা গ্রীনহাউস এফেক্ট বলি । যখনই গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমান খুব বেড়ে যাবে তখন পৃথিবীর থেকে তাপ নির্গত হওয়ার হার ক্রমাগত কমতে থাকবে এবং গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে ।

বিশ্ব উষ্ণায়নের কারনগুলি কি কি ?

যদিও পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে কিন্তু বর্তমানে যে বিশ্ব উষ্ণায়ন হয়ে চলেছে তার পিছনে মানুষের ভূমিকা কোনও অংশে কম নয় । বিশ্ব উষ্ণায়নের কারনগুলি হল -

১) প্রাকৃতিক কারণ
- ✓ মহাদেশীয় ভূখন্ডের স্থান পরিবর্তন
- ✓ আগ্নেয়গীরি জ্বলে ওঠা

২) মানব সভ্যতার অবদান
- ✓ ফসিল ফিউয়েল বা জীবাস্ম জ্বলানো (যেমন - কয়লা, কেরোসিন, পেট্রল, ডিজেল ইত্যাদি)
- ✓ গাছ কাটা
- ✓ জমি ব্যবহারের ধরন পাল্টনো
- ✓ করখানা বা যানবাহনের থেকে দূষন

চিত্র নং ২ . গ্রীনহাউস এফেক্ট কি ?

ফসিল ফিউয়েল বা জীবাস্ম জ্বালালে কেন বিশ্ব উষ্ণায়নে হয় ?

ফসিল ফিউয়েল বা জীবাস্ম জ্বলালে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয় । সেই কার্বন ডাইঅক্সাইড পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে জমা হতে থাকে এবং গ্রীনহাউস এফেক্ট - এর ফলে পৃথিবী গরম হতে থাকে । এর ফলে পাহাড়ে বরফ এবং হিমবাহ (গ্লেসিয়ার) গলতে শুরু করে , জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে যাকে আমরা বিশ্ব উষ্ণায়ন বা ক্লাইমেট চেঞ্জ (Climate Change) বলি ।

চিত্র নং ৩ . পৃথিবীর বায়োমন্ডলে গ্রীনহাউস গ্যাসগুলরি আস্তরন পড়ে যাওয়াতে বাড়ছে বিশ্ব উষণ্ণায়নের সমস্যা

বর্তমানে বিশ্ব উষ্ণায়নের কোন কোন প্রভাব দেখা যাচ্ছে ?

- ✓ গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি পাওয়া
- ✓ সমুদ্রের জলস্তরের বৃদ্ধি পাওয়া
- ✓ বৃষ্টিপাতের ধরন পরিবর্তন
- ✓ ম্যালেরিয়া এবং নতুন ধরনের রোগ-ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়া
- ✓ কৃষির উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়া

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে বিশ্ব উষ্ণায়নের কি সম্পর্ক ?

২০০৭ সালে ভারতবর্ষ থেকে যা গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গত হয়েছিল তা ১,৭২৭.৭১ কোটি টন কার্বনের সমান। এর সিংহভাগই নির্গত হয় এনার্জি সম্বন্ধীয় ক্ষেত্র থেকে এবং এনার্জি ক্ষেত্র থেকে যতটা গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গত হয় তার বেশীরভাগটাই (৬৫ শতাংশ) হয় বিদ্যুৎ ক্ষেত্র থেকে বা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গিয়ে । এর প্রধান কারন হল কয়লা ও অন্যান্য ফসিল ফিউয়েলের ব্যবহার । ভারতবর্ষের মোট কার্বন এমিশন্-এর ৫১ শতাংশ হয়েছে শুধুমাত্র বিদ্যুৎক্ষেত্র থেকে । পশ্চিমবঙ্গে মোট বিদ্যুতের যে উৎপাদন তার প্রায় ৯০ শতাংশই হয় ফসিল ফিউয়েল ব্যবহার করে।

কি করলে বিদ্যুৎ ক্ষেত্র থেকে কার্বন এমিশন কমানো যেতে পারে (ডি.আর.ই.সি প্রজেক্টের দৃষ্টিকোন থেকে)?

২০০৬ সালে প্রকাশিত হওয়া ভারতের ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি পলিসি - তে বলা হয়েছে যে ২০৩১-৩২ অবধি ভারতবর্ষকে যদি ৮ শতাংশ করে যদি অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার বজায় রাখতে হয় তবে বিদ্যুত উৎপাদনকে বহুগুন বাড়াতে হবে । রিপোর্ট - এ বলা হয়েছে যে ২০০৩-০৪ এ যা বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল তার থেকে অন্তত ৫-

৬ গুন বাড়াতে হবে । মনে রাখতে হবে যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি দেখার দরকার আছে যে সেই অর্থনৈতিক বৃদ্ধি যেন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারন না হয়ে দাঁড়ায় । বিদ্যুৎ ক্ষেত্র থেকে কার্বন এমিশন কমানোর জন্য প্রয়োজন -

- ✓ ফসিল ফিউয়েল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কমানো এবং অচিরাচরিত শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ানো
- ✓ অচিরাচরিত বিদ্যুৎ শক্তির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানো
- ✓ বিদ্যুত সঞ্চয়কারী বৈদ্যুতিন উপকরনগুলি আরও সহজলভ্য করা

বিশ্ব উষ্ণায়ন কমাতে বিদ্যুতের কন্‌জ্যুমারদের ভূমিকা ?

- ✓ বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী বৈদ্যুতিন উপকরন ব্যবহার করা
- ✓ বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করা
- ✓ চিরাচরিত বিদ্যুতের দ্বারা চালিত উপকরনের ব্যবহারে ছেড়ে (যেখানে সম্ভব) অচিরাচরিত বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা চালিত বৈদ্যুতিন উপকরন ব্যবহার বাড়ানো (যেমন - গীজারের বদলে সোলার ওয়াটার হিটিং সিস্টেম - এর ব্যবহার , জেনারেটের বা ইনভার্টারের বদলে সোলার হোম লাইটিং ইত্যাদি)
- ✓ বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে রেগুলেটরি সিস্টেম এবং নীতি নির্ধারন ব্যবস্থায় অংশগ্রহন করা এবং নিজেদের চাহিদা প্রকাশ করে সঠিক নীতি নির্ধারনে পলিসিমেকরাদের সাহায্য করা

চিত্র নং ৪ . বাতাসে মিশছে বিষাক্ত ধোঁয়া

ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট

ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট (Demand Side Management) কি ?

ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট হল বিদ্যুতের চাহিদাকে ম্যানেজ করা বা ঠিক করে পরিচালনা করা । সাধারনত কনজ্যুমারদের মধ্যে বিদ্যুতের চাহিদা আছে এবং সেই চাহিদা মেটায় বিদ্যুৎ সরবরাহকারি সংস্থা (যেমন - সি.এস.সি বা পশ্চিমবদঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টনকরি সংস্থা) । ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট - এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহকারি সংস্থা চেষ্টা করে যাতে কনজ্যুমাররা সঠিক মানের বিদ্যুৎ সরবরাহ পেতে পারেন (যাতে লোড শেডিং না হয় , ভোল্টেজ ওঠানামা কম হয় ইত্যাদি) ।

লোড শেডিং কেন হয় ?

- যদি বিদ্যুতের চাহিদা যোগানের চেয়ে বেশী হয়
- যদি কোনো যান্ত্রিক গোলোযোগের কারনে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করতে হয়

বিদ্যুতের চাহিদা যোগানের চেয়ে কখন বেশী হয় ?

চিত্র নং ৫ ও টেবিল নং ১ - এর সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা হল । ওই চিত্রে একটি কাল্পনিক লোড কার্ভ দেখানো হয়েছে । লোড কার্ভ হল একটি কার্ভ বা রেখা যা দেখায় দিনের বিভিন্ন সময়ে বিদ্যুতের মোট চাহিদা কত (এখানে ধরা যাক যে পশ্চিমবঙ্গের মোট বিদ্যুতের চাহিদা আমরা দেখছি) । টেবিল নং ১ এর সাহায্যে দেখানও হয়েছে একজন কনজ্যুমার দিনের কোন সময়ে কি বৈদ্যুতিন উপকরন ব্যবহার করেছেন ।

টেবিল নং ১ . বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যুৎ গ্রাহকরা দিনের বিভিন্ন সময়ে কি কি বৈদ্যুতিন উপকরন ব্যবহার করেন

বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যুৎ গ্রাহক	সময়					
	সকাল ৬:০০- ৯:০০	সকাল ৯:০০- ১২:০০	দুপুর ১২:০০ - বিকেল ৫:০০	সন্ধ্যা ৫:০০ - রাত্রি ৯:০০	রাত্রি ৯:০০ - ১১:০০	গভির রাত্রি ১১:০০- সকাল ০৬:০০
গৃহস্ত	ফ্যান	ফ্যান	ফ্যান , টি.ভি.	ফ্যান , টি.ভি. , লাইট	ফ্যান , টি.ভি. , লাইট	ফ্যান
কৃষি	-	পাম্প	পাম্প	-	-	-
দোকান / অফিস	-	ফ্যান , এ.সি , লাইট	ফ্যান , এ.সি , লাইট	ফ্যান , এ.সি , লাইট	-	-
বিদ্যুৎ ব্যবহারের ধরন	কম	বাড়ছে	বাড়ছে	সর্বোচ্চ	কমছে	সর্ব নিম্ন

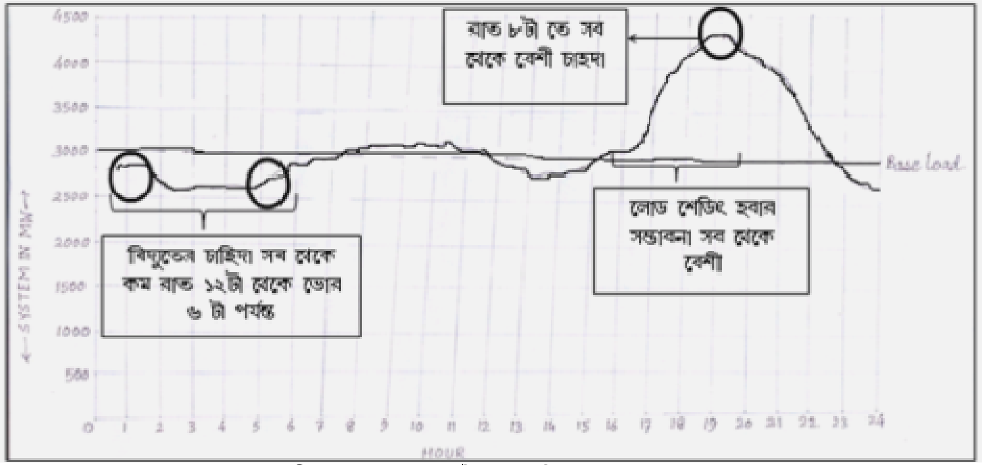

চিত্র নং ৫ . একটি কাল্পনিক লোড কার্ভ

চিত্র নং ৫ থেকে দেখা যাচ্ছে -

- ✓ বিদ্যুতের নুন্যতম চাহিদা = ৩,০০০ মেগাওয়াট ....(A)
- ✓ বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা = ৪,৩০০ মেগাওয়াট ....(B)

বিদ্যুতের চাহিদা একদিনে প্রায় দেখা যাচ্ছে যে বিদ্যুৎ এর চাহিদা বিভিন্ন সময় বভিন্ন সময় বিভিন্ন এবং সর্ব নিম্ন ও সর্ব্বোচ্চ চাহিদার মধ্যে পার্থক্য (A-B) ১,৩০০ মেগাওয়াট বাড়ছে সময় বাড়ার সাথে সাথে । এই অতিরিক্ত চাহিদা থাকছে মাত্র কিছু সময়ের জন্য (সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত) অথচ এই অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে বিদ্যুৎ বন্টনকারি সংস্থাকে হয় বেশী দামে বিদ্যুৎ কিনতে হয় নতুবা তাকে ওই বিদ্যুৎ তৈরি করতে হয় (যা খরচ সাপেক্ষ) । ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট - এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহকারি সংস্থা কনজ্যুমারদেরকে উৎসাহিত করে যাতে তাঁরা সন্ধ্যাবেলায় কোনো ভারি বৈদ্যুতিন উপকরন (যেমন পাম্প, গিজার, ওয়াসিং মেশিন ইত্যাদি) ব্যবহার না করে বরং সকাল বা রাত্রে তা ব্যবহার করে । এর জন্য তারা কনজ্যুমারদের আলাদা করেন - টাইম অব্ ডে মিটার বা টি.ও.ডি (ToD) মিটার বা থ্রি ফেজ মিটার সরবরাহ করেন ।

টাইম অব্ ডে মিটার বা টি.ও.ডি (ToD) মিটার কি ?

এমনি মিটার যেমন শুধু দেখায় যে কত ইউনিট বিদ্যুত ব্যবহার হল, টাইম অব্ ডে মিটার বা টি.ও.ডি (ToD) মিটার আলাদা করে দেখায় দিনের কোন সময়ে (সকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি) যে কত ইউনিট বিদ্যুত ব্যবহার হচ্ছে । সাধারনত একটা গোটা দিনকে তিন ভাগে বাগ করা হয় ট্র

- পিক বা যখন বিদ্যুতের চাহিদা খুব বেড়ে যায় (বিকেল ৫ টা থেকে রাত ১১টা)
- অফ-পিক্ বা যখন বিদ্যুতের চাহিদা খুব কম থাকে (রাত ১১ টা থেকে পরের দিন ভোর ৬টা)
- নর্ম্যাল বা যখন বিদ্যুতের চাহিদা স্বভাবিক থাকে অর্থাৎ খুব বেশীও থাকে না আবার খুব কম থাকে না (ভোর ৬ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত)

সাধারনত অফ্-পিক - এর বিদ্যুৎ মাশুল সব থেকে কম এবং পিক - এর বিদ্যুৎ মাশুল সবথেকে বেশী । আর্থৎ এই মিটারের সাহায্যে দিনের কোন সময় অমি কত ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার করছি তা অলাদা ভাবে দেখা যায় এবং সেইমত ব্যবহারকে বদলান যায় । এই মিটার শুধুমাত্র কৃষি , কমার্শিয়াল ও শিল্প ক্ষেত্রে দেওয়া হয় । টি.ও.ডি মিটার - এর ফলে দেখা যায় অনেক চাষি সন্ধ্যা বা দুপুরে পাম্প না চালিয়ে রাত্রে চালায়, কারন রাত্রেবিদ্যুৎ মাশুল (অফপিক) অনেক কম ।

এনার্জি এফিসিয়েন্সি

এনার্জি এফিসিয়েন্সি (Energy Efficinecy) কি ?

এনার্জি এফিসিয়েন্সি বলতে আমরা বিদ্যুতের যথাযথ ব্যবহারকে বোঝাই । বোঝার সুবিধার্থে আমরা বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারি বৈদ্যুতিন উপকরনের ব্যবহারকে এনার্জি এফিসিয়েন্সি বলব ? এনার্জি এফিসিয়েন্সির ক্ষেত্রে কনজ্যুমারদের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে । কনজ্যুমাররা যত বেশী এনার্জি এফিসিয়েন্ট বা বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারি বৈদ্যুতিন উপকরনের ব্যবহার করবে তত বেশী বিদ্যুৎ বাঁচবে আর তত কম কার্বন এমিশন হবে । বলা হয় যে -

- ✓ ১ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট ইউনিট (বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে) বানাতে খরচ হয় প্রায় ৬ কোটি টাকা এবং তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে আরো ৩ কোটি টাকা খরচ হয়
- ✓ ১ ইউনিট বিদ্যুৎ বাঁচালে প্রায় ২.৫ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হয় না, কারন গ্রাহকের কাছে প্রতি এক ইউনিট বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার যন্য পাওয়ার প্লান্টে ২.৫ ইউনিট বিদ্যুৎ তৈরী করতে হয়।এর কারন হল তারের মাধ্যমে সপ্লাই করতে গিয়ে অনেকটা বিদ্যুৎ নষ্ট হয়ে যায় ।

এর থেকেই বোঝা যায় যে বিদ্যুত বাঁচানো কতটা প্রয়োজন ।

কি করে এনার্জি এফিসিয়েন্ট বা বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারি বৈদ্যুতিন উপকরন চিনতে হয় ?

- ✓ স্টার লেবেল দেখা ; অথবা
- ✓ বি.ই.ই. (BEE) লেবেল দেখা

বি.ই.ই. (BEE) কি ?

১ লা মার্চ ২০০২ সালে Bureau of Energy Efficiency (BEE) বিউরো অব্ এনার্জি এফিসিয়েন্সি বা বিইই-র প্রতিষ্ঠা করা হয় । ২০০১ সালের এনার্জি কন্জারসেশন আইনে এই বিউরো প্রতিষ্ঠা করার ওপর জোড় দেওয়া হয় । বিউরো অব্ এনার্জি এফিসিয়েন্সি-র মূল উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন নিয়ম নীতি বানানো যাতে করে কনজ্যুমাররা স্বতঃপ্রনদিত হয়ে বিদ্যুতের যথাযথ ব্যবহার করতে উৎসাহিত হন ।

বি.ই.ই. (BEE) কি কাজ করে ?

- ✓ বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারি বৈদ্যুতিন উপকরন চিহ্নিত ও তাকে সার্টিফিকেট প্রদান করা
- ✓ উপযুক্ত বৈদ্যুতিন উপকরনকে স্টার লেবেল বা বি.ই.ই. (BEE) লেবেল প্রদান করা
- ✓ এনার্জি কনজারভেশন্ বিল্ডিং কোড বানানো এবং তা কার্যকরি করা
- ✓ এনার্জি অডিটরদের সার্টিফাই করা
- ✓ এনার্জি অডিট সম্বন্ধীয় আইন রূপায়ন ও প্রণয়ন করা

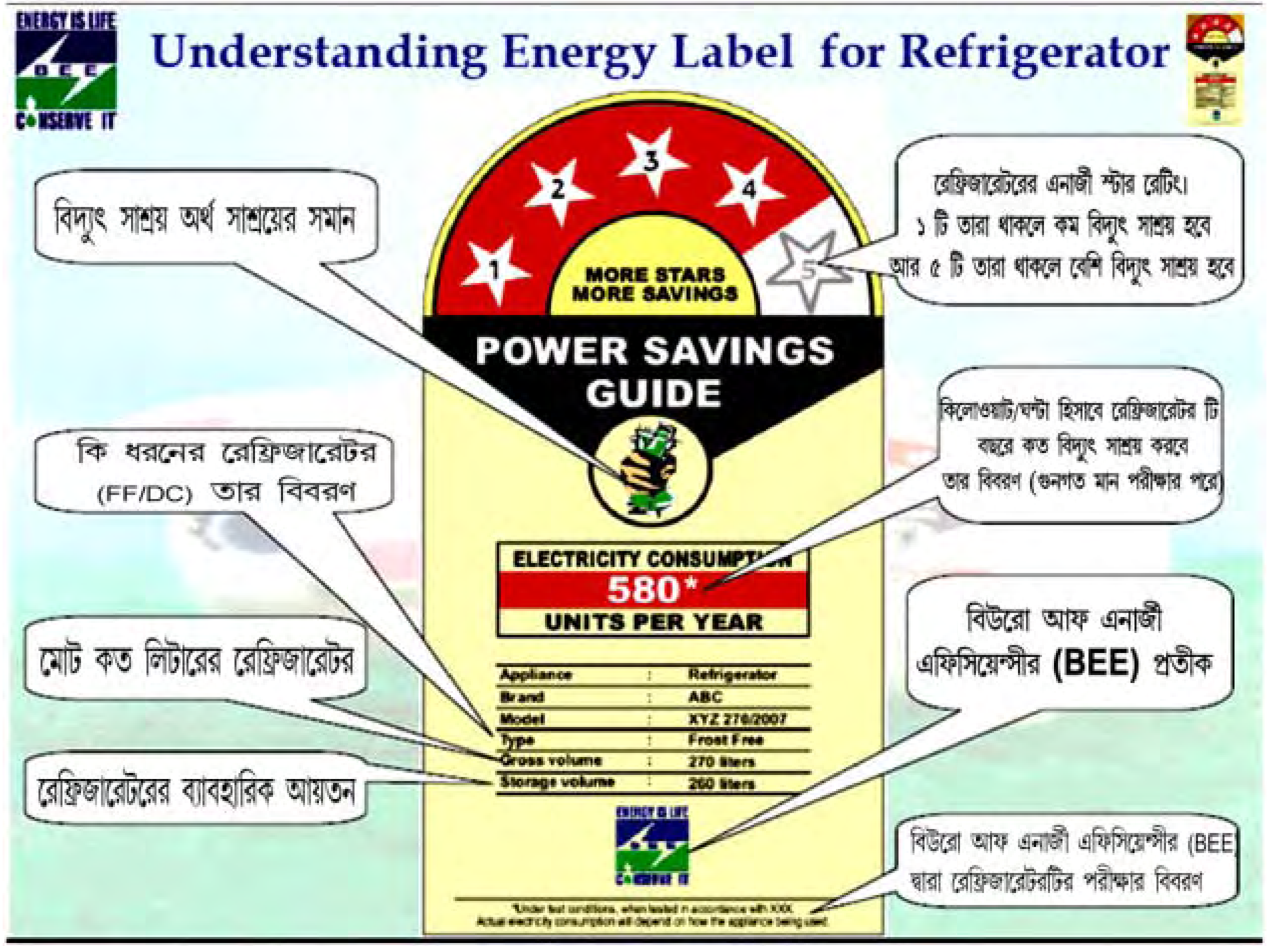

চিত্র নং ৬ . স্টার লেবেল থেকে যে তথ্য পাওয়া যায়

স্টার লেবেল কি ?

বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারি বৈদ্যুতিন উপকরন চিনতে যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য বি.ই.ই. ‘স্টার লেবেল‘-এর ব্যবস্থা করেছে । সমস্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারি বৈদ্যুতিন উপকরন - এ স্টার লেবেল - এর ব্যবহার আবশ্যক । একটি স্টার আছে এমন এ.সি-র সাথে যদি বিনা স্টার লেবেল এ.সি.-কে তুলনা করা হয় তবে দেখা যাবে প্রথমটা ব্যবহার করলে অনেক বিদ্যুৎ বাঁচে । আবার একটি স্টার আছে এমন এ.সি-র চেয়ে পাঁচটি স্টার আছে এমন এ.সি । ব্যবহার করলে দেখা যায় যে আরো অনেক বেশী বিদ্যুৎ বাঁচে । অর্থাৎ যত বেশী স্টার তত বেশী বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় । এখানে মনে রাখতে হবে যে বাধ্যতামূলক না হলেও সিলিং ফ্যান, টিভি, কম্পিউটার, পাম্পসেট ইত্যাদিতে স্টার লেবেল ব্যবহার হয় এবং স্টার লেবেল ওয়ালা উপকরন ব্যবহার করলে অনেক বিদুৎ এবং বদ্যুৎ বিল সাশ্রয় হয়।

স্টার লেবেল দেওয়া বৈদ্যুতিন উপকরনে কিনলে কি ভাবে পয়সা বাঁচে ?

স্টার লেবেল দেওয়া বৈদ্যুতিন উপকরনের মানেই হল আপনি একই সার্ভিস পাবেন কিন্তু তার জন্য কম বিদ্যুৎ ব্যবহার হবে। বিদ্যুতের ব্যবহার যদি কমে যায় তবে পয়সা অবশ্যই বাঁচবে । নীচের টেবিলগুলিতে বিষয়টি স্টার লবেল দেওয়া ও স্টার লেবেল ছাড়া বৈদ্যুতিন উপকরনের মধ্যে তুলনার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হল -

টেবিল নং ২ . স্টার লেবেলিং কোন কোন উপকরনের জন্য বাধ্যতা মূলক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয়

বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক নয়
ফ্রস্ট ফ্রী রেফ্রিজারেটর	ডিরেক্ট কুল রেফ্রিজারেটর
টিউব (টি.এফ.এল)	ইনডাকশন্ মোটোর
এ.সি.	কৃষি কাজে ব্যবহৃত পাম্পসেট
ট্রান্সফর্মার	সিলিং ফ্যান
	গীজার
	রঙীন টি.ভি
	ওয়াশিং মেশিন
	কম্পিউটার / ল্যাপটপ

Source: BEE Website, accessed on 08.05.2012 (http://220.156.189.26:8080/beeLabel/index.jsp)

টেবিল নং ৩ . বিভিন্ন স্টার লেবেল দেওয়া একটি ২৫০ লিটার ফ্রস্ট ফ্রী রেফ্রিজারেটর ব্যবহার করে কি ভাবে লাভজনক							
স্টার রেটিং (১)	বছরে কত বিদ্যুৎ ব্যবহার করে (২)	ইউনিট প্রতি খরচ (পুরানো মাশুল অনুযায়ী) (৩)	প্রতি বছর রেফ্রিজারেটর-টির জন্য বিদ্যুতের খরচ (৪)	টাকার অঙ্কে মোট সঞ্চয় (৫)	রেফ্রিজারেটর-এর দাম (৬)	বিনা স্টার লেবেল রেফ্রিজারেটর থেকে দামের তফাৎ (৭)	স্টার লেবেল রেফ্রিজারেটর কিনতে যতটা টাকা বেশী পড়েছে তা কতদিনের মধ্যে ফেরৎ পাওয়া যায় (৮)= (৭) /(৫)
	ইউনিট কিলোওয়াট ঘন্টা (KwH)	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	বছর
No Star	১, ১০০	২.৫০	২,৭৫০	০	১৪,০০০	০	০
One Star	৯৭৭	২.৫০	২,৪৪৩	৩০৭	১৫,০০০	১,০০০	৩.২৫
Two Star	৭৮২	২.৫০	১,৯৫৫	৭৯৫	১৫,৫০০	১,৫০০	১.৮৯
Three Star	৬২৬	২.৫০	১,৫৬৫	১, ১৮৫	১৬,৫০০	২,৫০০	২.১১
Four Star	৫০১	২.৫০	১,২৫৩	১,৪৯৮	১৭,৫০০	৩,৫০০	২.৩৪
Five Star	৪০০	২.৫০	১,০০০	১,৭৫০	১৮,৫০০	৪,৫০০	২.৫৭
Source: Bureau of Energy Efficiency (BEE)							

এখানে এটাও মনে রাখা দরকার যে বিদ্যুৎ-এর ইউনিট পিছু মাশুল প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে এবং যত দিন যাবে তত বিদ্যুৎ-এর বিলের বোঝা বাড়বে । এই পরিপেক্ষিতে প্রথম থেকেই স্টার লবেল যুক্ত বেদ্যুতিন উপকরন ব্যবহার করির অভ্যাস করলে ভবিষ্যতেও সুবিধা হবে ।

টেবিল নং ৪ . বিভিন্ন স্টার লেবেল দেওয়া একটি ১.৫ টনের এ.সি ব্যবহার করা কি ভাবে লাভজনক							
স্টার রেটিং (১)	সর্বোচ্চ ঠান্ডা করার ক্ষমতা (ওয়াটের হিসেবে) (২)	এনার্জি এফিসিয়েন্সি রেশিও (৩)	ইনপুট পাওয়ার (৪) ওয়াট	বিদ্যুৎ খরচা প্রতিদিন কিলোওয়াট ঘন্টা (KwH) (৫)**	ইউনিট প্রতি খরচ (পুরানো মাশুল অনুযায়ী) (৬)	মাসিক বিদ্যুৎ খরচ (৭) = (৫) x (৬) x ৩০*	৫ মাসে মোট টাকার সাশ্রয় (৮)=[(৭)-(৬)] x ৫**
	ওয়াট		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
No Star	৫২০০	২.২০	২৩৬৪	৯.৪৫	২.৫০	৭০৯	০
One Star	৫২০০	২.৩০	২২৬১	৯.০৪	২.৫০	৬৭৮	১৫৫
Two Star	৫২০০	২.৫০	২০৮০	৮.৩২	২.৫০	৬২৪	৪২৫
Three Star	৫২০০	২.৭০	১৯২৬	৭.৭০	২.৫০	৫৭৮	৬৫৫
Four Star	৫২০০	২.৯০	১৭৯৩	৭.১৭	২.৫০	৫৩৮	৮৫৫
Five Star	৫২০০	৩.১০	১৬৭৭	৬.১৭	২.৫০	৫০৩	১০৩০

Source: Adopted from the data available from BEE
**Since there are 30 days in a month*
***The Air conditioner operates for 8 hours a day for 5 months*

টেবিল নং ৫ . বিভিন্ন স্টার লেবেল দেওয়া ২১ ইঞ্চি রঙিন টি.ভ ব্যবহার করা কি ভাবে লাভজনক				
স্টার রেটিং (১)	বছরে কতটা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে (২)	ইউনিট প্রতি খরচ (পুরানো মাশুল অনুযায়ী) (৩)	বছরে মোট বিদ্যুতের খরচ টাকার অঙ্কে (৪) = (২)ঃ(৩)	টাকার অঙ্কে মোট সঞ্চয় (৫)
	ইউনিট কিলোওয়াট ঘন্টা (KwH)	টাকা	টাকা	টাকা
No Star	২০০	২.৫	৫০০	০
Three Star	১৮৮	২.৫	৪৭০	৩০
Four Star	১৪৩	২.৫	৩৫৮	১৪৩
Five Star	১১৪	২.৫	২৮৫	২ ১৫

Source:*Adopted from BEE website*

Note:

- *Energy consumption by a CRT colour television is higher compared to LCD Plasma television*
- *Information on 1 star and 2 star products are not available*

টেবিল নং ৬ . স্টার লেবেল দেওয়া বিভিন্ন টিউব লাইটের টিউবলাইটের থেকে কত আলো হয় (লুমেন)					
স্টার রেটিং	One Star	Two Star	Three Star	Four Star	Five Star
ওয়াট প্রতি লুমেন ১০০ ঘন্টা ব্যবহার করার পর	<৬১	>=৬১ &<৬৭	>=৬৭ &<৮৬	>=৮৬ &<৯২	>=৯২
ওয়াট প্রতি লুমেন ২০০০ ঘন্টা ব্যবহার করার পর	<৫২	>=৫২ &<৫৭	>=৫৭ &<৭৭	>=৭৭ &<৮৩	>=৮৩
ওয়াট প্রতি লুমেন ৩৫০০ ঘন্টা ব্যবহার করার পর	<৪৯	>=৪৯ &<৫৪	>=৫৪ &<৭৩	>=৭৩ & ৭৮	>=৭৮
লুমেন - টিউব লাইটের আলোর উজ্জ্বলতা । একটি ফাইভ স্টার লেবেল টিউব লাইটের আলোর উজ্জ্বলতা একটি ওয়ান স্টার টিউব লাইটের চেয়ে বেশী					

কি কি বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারি বৈদ্যুতিন উপকরন বাজারে পাওয়া যায় ?

- বাড়ির আলোর জন্য - এল.ই.ডি (LED), টিউবলাইট , সি.এফ.এল
- রেফ্রিজারেটর
- এ.সি
- পাখা
- টি.ভি
- ওয়াশিং মেশিন
- কৃষি পাম্পসেট
- ল্যাপটপ / কম্পিউটার

এনার্জি অডিট কি এবং এনার্জি অডিটর - এর কাজ কি ?

যে কোনো অফিস বা সংস্থায় যেমন এ্যাকাউন্টস (Accounts) - এর অডিট হয় , তেমনি যারা ডেজিকনেটেড কনজ্যুমার[১] (যাদের বিদ্যুতের ব্যবহার খুব বেশী যেমন - পাওয়ার স্টেশন , সিমেন্ট ও এ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরি ইত্যাদি) এনার্জি (বিদ্যুৎ ব্যবহারের) অডিট করাতে হয় । এই কাজ করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষন প্রাপ্ত অডিটর থাকে যাঁদেরকে বি.ই.ই থেকে সার্টিফাই করা হয় । এঁদের কাজ হল ডেজিকনেটেড কনজ্যুমারদের অফিস বা ফ্যাক্টরি ঘুরে দেখে বলা যে কোথায় ও কিভাবে বিদ্যুৎ বাঁচানো যেতে পারে।

[1] http://www.energymanagertraining.com/DesignatedConsumers/main.htm

অচিরাচরিত বা অপ্রচলিত শক্তি

চিত্র নং ৭ . যে যে শক্তির উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়

অচিরাচরিত বা অপ্রচলিত শক্তি কি ? কেন অচিরাচরিত উৎস থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ কে দূষন মুক্ত শক্তি বলা হয়?

অচিরাচরিত শক্তি বলতে আমরা সেই সব শক্তির উৎসকে বুঝি যেগুলিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগালেও তার পরিমান কমে যায় না , যেমন - সূর্য রশ্মি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে সূর্যের আলো কমে যায় না । যেহেতু অচিরাচরিত শক্তি থেকে বিদুৎ উৎপাদন করতে জীবাশ্ম জ্বালানি বা ফসিল ফিউয়েলের ব্যবহার হয় না তাই এগুলিকে দূষন মুক্ত শক্তি বা গ্রীন এনার্জিও বলা হয়ে থাকে ।

কোন কোন অপ্রচলিত শক্তির উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে ?

✓ সূর্য রশ্মি
✓ হাওয়া
✓ বায়োগ্যাস
✓ বায়োমাস
✓ সমুদ্রের ঢেউ থেকে

চিত্র নং ৮ . অচিরাচরিত বিদ্যুৎ শক্তির বিভিন্ন উৎস

টেবিল নং ৭ অচিরাচরিত বিদ্যুৎ শক্তি দ্বরা চালিত বিভিন্ন বৈদ্যুতিন উপকরন সম্বন্ধীয় তথ্য						
উপকরনটির নাম	দাম	প্রয়োজনীয় তথ্য	কতদিনে খরচ উঠে যায়	কতদিন চলে	ওয়ারেন্টি	সরকারি সাহায্য
সোলার হোম লাইটিং সিস্টেম (DC)	১০,০০০ টাকার বেশী	পাখা ও আলো থাকে এর সঙ্গে	২-৩ বছর	১০ বছর	৫ বছর	৩০-৪০%
সোলার হোম লাইটিং সিস্টেম AC / সোলার ইন্ভার্টার দিয়ে ব্যবহার করার সিস্টেম	৫০,০০০ টাকার বেশী	ক্ষমতা ২০০ ওয়াটের বেশী লোড নিতে পারে	৩-৫ বছর	১০ বছর	৫ বছর	৩০%
সোলার ওয়াটার হিটার	১৬,০০০ টাকার বেশী	তাপমাত্রা ৬০-৭০ ডিগ্রী	২.৫ বছর	১০ বছর	১ বছর লিটার	প্রতি ৫০ টাকা
সোলার লণ্ঠন	১,৫০০ - ৩,০০০ টাকার মধ্যে	LED ১০০-২০০ লুমেন CFL 150-300 লুমেন	১ বছর	২ বছর	৬ মাস থেকে ১ বছর	না
সোলার চার্জার	৫০০-২,০০০	সরাসরি প্যানেল থেকে চার্জ হয়	-	-	১ বছর	না
সোলার ফ্যান	৮০০ - ১,৫০০	১২ ওয়াট - ১৮ ওয়াট	-	২-৪ বছর	৬ মাস	সোলার হোম লাইটিং সিস্টেম - এর সঙ্গে দেওয়া যায়
Source: Information received from ONergy, a private organisation involved in manufacturing and marketing of solar equipments						

চিত্র নং ৯ . সৌর শক্তির দ্বারা চালিত কিছু বৈদ্যুতিন উপকরন

চিত্র নং ১০ . বায়োগ্যাস ও বায়োমাস প্ল্যান্ট

সিস্টেমটির নাম	সিস্টেমটির বিবরন	খরচ	সিস্টেম প্রতি সরকারি সাবসিডি
বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট	১ কি.মিটার প্ল্যান্ট	১০,০০০ - ১২,০০০	৪,০০০
বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট	২ কি.মিটার প্ল্যান্ট	২০,০০০ টাকা থেকে ২৪,০০০ টাকা (দার্জিলিং ও সুন্দরবন এলাকার জন্য) এবং ১৬,০০০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকা অন্যান্য এলাকার জন্য	১০,০০০ টাকা (দার্জিলিং ও সুন্দরবন এলাকার জন্য) এবং ৮,০০০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকা অন্যান্য এলাকার জন্য
Source: Information received from WBREDA			

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক

রেগুলেশন মানে কি ?

রেগুলেশন মানে বেশ কিছু নিয়মাবলি যা তৈরি করা হয় কোনও রকম পণ্য/পরিষেবার ব্যবহার, ব্যবসা বা অর্থনীতির সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য । মূলত রেগুলশনের উদ্দেশ্য হল একাধারে ব্যাবসাকে নিয়ন্ত্রন করা এবং গ্রাহকের সুরক্ষা নিশ্চিত করা ।

কারা তৈরী করে এই রেগুলেশন ?

বর্তমানে , বিভিন্ন বিষয় বা দপ্তরের জন্য একটি করে রেগুলেটির প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছে যারা সরকারি বা প্রাইভেট ক্ষেত্রের থেকে স্বতন্ত্র । এদেরকে আমরা রেগুলেটর বলি । এরাই রেগুলেশন বানায় । উদহরন - বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের জন্যে রেগুলেশন বানায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক সংস্থা (WBERC) , টেলিকম ক্ষেত্রের জন্য একই ভাবে আছে টেলিকম রেগুলেটরি অথওরিটি ওফ ইন্ডিয়া (TRAI) ।

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা কারা ?

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিসিটি রেগুলেটরী কমিশন (CERC) হল প্রধান নিয়ন্ত্রনকারি সংস্থা । এঁরা কেন্দ্রীয় স্তরে কাজ করে । এঁরা প্রথম রেগুলেশন বানান । সেই রেগুলেশন অনুযায়ী পরবর্তি ক্ষেত্রে রাজ্য স্তরের নিয়ন্ত্রন কমিশনগুলি তাঁদের রাজ্যের জন্য রেগুলেশন বানান । পশ্চমবঙ্গের ক্ষেত্রে আছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রন সংস্থা (WBERC) যা বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রনকারী ।

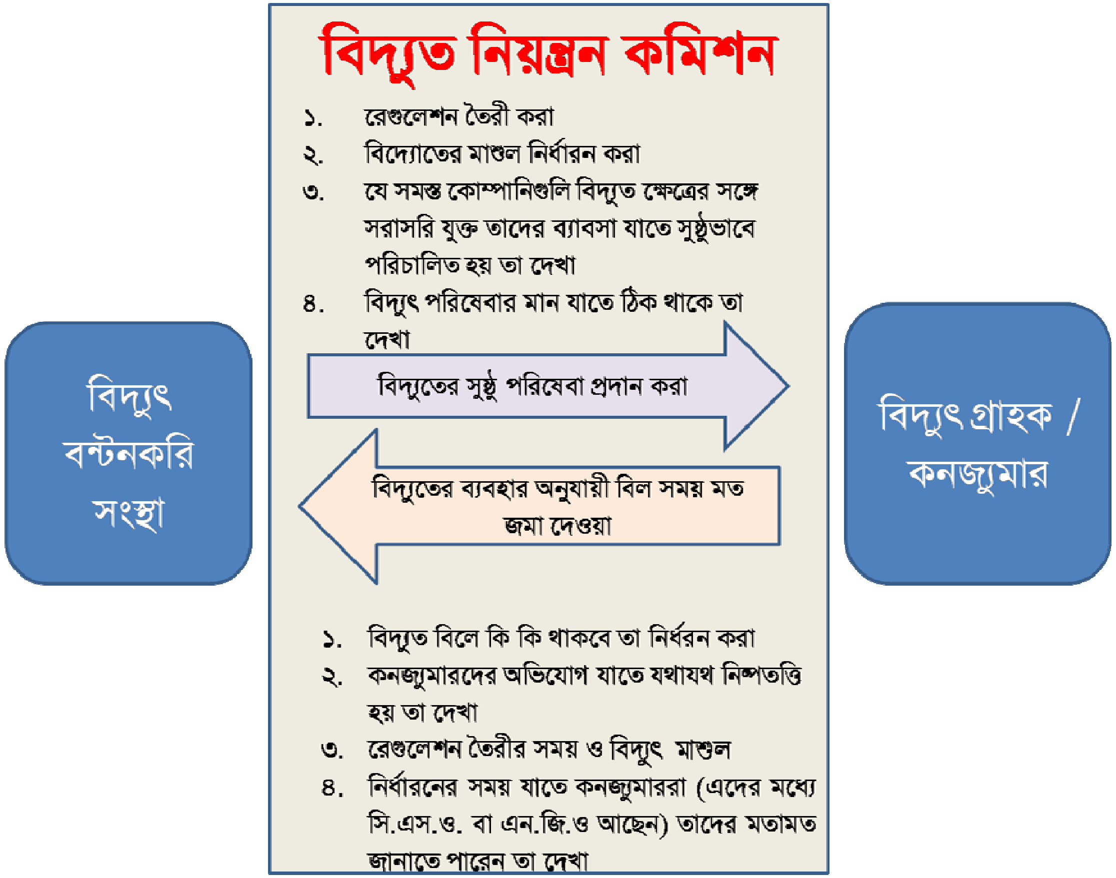

চিত্র নং ১১. বিদ্যুত নিয়ন্ত্রন কমিশন-এর কাজ

কিভাবে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের রেগুলেশন তৈরী করা হয় ?

প্রথম পদক্ষেপ ঃ- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রথমে রেগুলেশনের খসরা তৈরী করেন তারপর সেটা তাদের ওয়েবসাইটে দিয়ে দেন । তাঁরা এই তথ্য বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশ করেন এবং কনজ্যুমারদেরকে তাঁদের মতামত জানানোর জন্য অনুরোধ করেন ।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ ঃ- কনজ্যুমাররা সেই রেগুলেশনের খসরার পড়ে তাদের মতামত জানাতে পারেন । মতামত অবশ্যই লিখিত ভাবে এবং নিদৃিষ্ট দিনের ভিতর জানাতে হবে ।

তৃতীয় পদক্ষেপ ঃ- সেই সমস্ত মতামত পাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেগুলি পড়ে দেখেন এবং মতামতগুলি বিষয়ে বিবেচনা করে দেখেন যে সেই মতামত গ্রহন করা যাবে কি না ।

চতুর্থ পদক্ষেপ ঃ-সমস্ত মতামত বিবেচনা করে রেগুলেশন খসরায় কোন পরিবর্ত্তন করার থাকলে তা সংযোজন করেন এবং সবশেষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক সংস্থা চূড়ান্ত রেগুলেশন প্রকাশ করেন।

কিভাবে সাধারন গ্রাহকরা বা CSO রা এই রেগুলেশন তৈরির পদ্ধতিতে অংশগ্রহন করতে পারেন ?

নিদৃষ্ট দুটি ক্ষেত্রে গ্রাহকরা বা CSO রা রেগুলেশন তৈরীর পদ্ধতিতে অংশগ্রহন করতে পারেন ঃ-

১) যখন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক সংস্থা কোন রেগুলেশন খসরার উপর জন সাধারনের মতামত চান
২) যখন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিদ্যুত মাশুল নির্ধারনের উপর জন সাধারনের মতামত চান।

উপরের দুটি ক্ষেত্রেই গ্রাহকরা বা CSO রা তাদের মতামত লিখিত ভাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে পাঠাতে পারেন।

বিদ্যুৎ মাশুল নির্ধারনের পদ্ধতি কি ?

প্রথম পদক্ষেপ ঃ- বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত সংস্থা যেমন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুত বন্টন সংস্থা (WBSEDCL), সি.এস.সি (CESC) ইত্যাদি তাদের আয় ব্যয়ের হিসেব দিয়ে তাদের মত করে একটি মাশুল নির্ধারন করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে তা অনুমোদনের জন্য আবেদন করেন

দ্বিতীয় পদক্ষেপ ঃ- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক সংস্থা তখন সেটা তাদের ওয়েবসাইটে ও বিভিন্ন লোকাল সংবাদ পত্রে প্রকাশ করে সাধারনের মতামত চান

তৃতীয় পদক্ষেপ ঃ- কনজ্যুমাররা চাইলে সেই শুল্ক নির্ধারনের আবেদনের উপর তাদের মতামত জানাতে পারেন। মতামত অবশ্যই লিখিত ভাবে এবং নিদৃষ্ট দিনের ভিতর জানাতে হবে ।

চতুর্থ পদক্ষেপ ঃ- সেই সমস্ত মতামত পাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেগুলি যাচাই করে দেখেন এবং মতামতের বিষয় বিবেচনা করে দেখেন যে সেই মতামত গ্রহন করা যাবে কি না।

পঞ্চম পদক্ষেপ ঃ-সমস্ত মতামত বিবেচনা করে শুল্ক নির্ধারনে কোন পরিবর্ত্তন করার থাকলে তা সংযোজন করে সবশেষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক সংস্থা চূড়ান্ত বিদ্যুত মাশুল নির্ধারন করেন।

রেগুলেশন তৈরী বা বিদ্যুৎ মাশুল নির্ধারনে সি.এস.ও / এন.জি.ও-দের ভূমিকা ও তাদের দায়িত্ব কি ?

- ✓ রেগুলেশন তৈরীতে অংশগ্রহন করা
- ✓ বিদ্যুৎ চুরির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া
- ✓ অপ্রচলিত বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী প্রযুক্তির ব্যবহারের সুবিধা সম্পর্কে সাধারন মানুষর মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো ও সকলে যাতে এই প্রযুক্তি ব্যাবহার করতে পারেন সেই ব্যপারে সহযোগীতা করা

অভিযোগ প্রতিবিধান

কনজ্যুমারদের মৌলিক অধিকার

- ✓ নিরাপত্তার অধিকার
- ✓ তথ্যের অধিকার
- ✓ বাছাই করার অধিকার
- ✓ প্রতিবিধান বা প্রতিকার পাওয়ার অধিকার
- ✓ গ্রাহক স্বার্থ ও সুরক্ষা বিষয়ক শিক্ষার অধিকার
- ✓ মৌলিক অধিকার
- ✓ সুস্থ পরিবেশের অধিকার

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের অভিযোগ প্রতিবিধান পদ্ধতি ঃ-

প্রথম পদক্ষেপ ঃ-

বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কোন সমস্যা হলে গ্রাহক স্থানীয় বিদ্যুৎ অফিসে স্টেশন ম্যানেজেরের কাছে তার অভিযোগ লিখিত ভাবে জানাবেন। কনজ্যুমার টোল ফ্রি নাম্বারে ফোন করেও অভিযোগ জানাতে পারেন। মনে রাখতে হবে লিখিত অভিযোগ জানানোর পরে অভিযোগের প্রতিলিপি বিদ্যুৎ অফিস থেকে প্রাপ্তি স্বীকার করিয়ে নিতে হবে, আর গ্রাহক যদি ফোন করে অভিযোগ জানান সেক্ষেত্রে অভিযোগ করার পর ডকেট নাম্বার জেনে নিতে হবে যাতে ভবিষ্যতে সমস্যা না মিটলে ওই ডকেট নাম্বার বা অভিযোগের প্রতিলিপি দেখানো যায়।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ ঃ-

যদি স্থানীয় বিদ্যুৎ অফিসের দ্বারা সমস্যার সমাধান না হয় সে ক্ষেত্রে গ্রাহক ২৭ নং রেগুলেশনে যে সময়সীমা দেওয়া আছে সেই সময়ের মধ্যে রিজিওনাল গ্রিভান্স রিড্রেসাল অফিসার (RGRO) এর কাছে আরো একটি অভিযোগ জানাতে পারেন , সেক্ষেত্রে স্থানীয় বিদ্যুৎ অফিসে স্টেশন ম্যানেজেরের কাছে করা অভিযোগ পত্র ও অন্যান্য নথি সঙ্গে দিতে হবে । গ্রাহকের অভিযোগ পাওয়ার পর রিজিওনাল গ্রিভান্স রিড্রেসাল অফিসার সাত দিনের মধ্যে তার প্রাপ্তি স্বীকার করবেন এবং সমস্যাটা যদি সরেজমিনে তদন্তের প্রয়োজন না হয় তবে তিনি ২১ দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান করবেন । আর যদি কোন ক্ষেত্রে সমস্যাটি গিয়ে দেখার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে অভিযোগ পাওয়ার পর ৪২ দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান করবেন ।

তৃতীয় পদক্ষেপ ঃ-

গ্রাহক যদি রিজিওনাল গ্রিভান্স রিড্রেসাল অফিসারের করা সমাধানে সন্তুষ্ট না হন, তবে তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক সংস্থার ঠিক করা মহামান্য লোকপাল (OMBUDSMAN) এর কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন । সেক্ষেত্রে সার্কেল গ্রিভান্স রিড্রেসাল অফিসারের কাছ থেকে পাওয়া সমাধানের ৬০ দিনের মধ্যে অভিযোগ জানাতে হবে । অভিযোগ জানানোর সময় আগের সব অভিযোগের কপি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে দিতে হবে । যদি দেখা যায় যে রিজিওনাল গ্রিভান্স রিড্রেসাল অফিসারের কাছে অভিযোগ জানানোর পরেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না তবে রিজিওনাল গ্রিভান্স রিড্রেসাল অফিসারকে অভিযোগ জানানোর ৩০ দিনের মধ্যে মহামান্য লোকপাল (OMBUDSMAN) এর কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন।

সাধারনত একজন বিদ্যুৎ গ্রাহকের কি কি সমস্যা নিয়ে অভিযোগ করতে পারেন ?

- বিল সংক্রান্ত সমস্যা
- নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যুতের সংযোগ না পেলে
- বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন (DISCONNECTION) হয়ে গেলে
- দ্বিতীয় বার বিদ্যুতের সংযোগ পাওয়ার জন্যে (RECONNECTION)
- মিটার সংক্রান্ত সমস্যা হলে
- বিদ্যুৎ সংযোগে ঘাটতি হলে
- বিদ্যুতের গুনমান সংক্রান্ত ব্যাপারে
- কোন পরিষেবা পেতে দেরি হলে
- সুরক্ষা বিষয়ক ব্যাপারে
- বিদ্যুৎ প্রদানকারী সংস্থা যদি রেগুলেশন না মানেন

মহামান্য লোকপালের কাছে আবেদন পাঠানোর ঠিকানা

Office of the Ombudsman
West Bengal Electricity Regulatory Commission
Bikalpa Shakti Bhawan
Block-EP, J-1/10,Sector-V, Electronics Complex
Salt Lake City, Kolkata – 700 091
Telephone: 2357-2416 / Telefax: 2357-2415

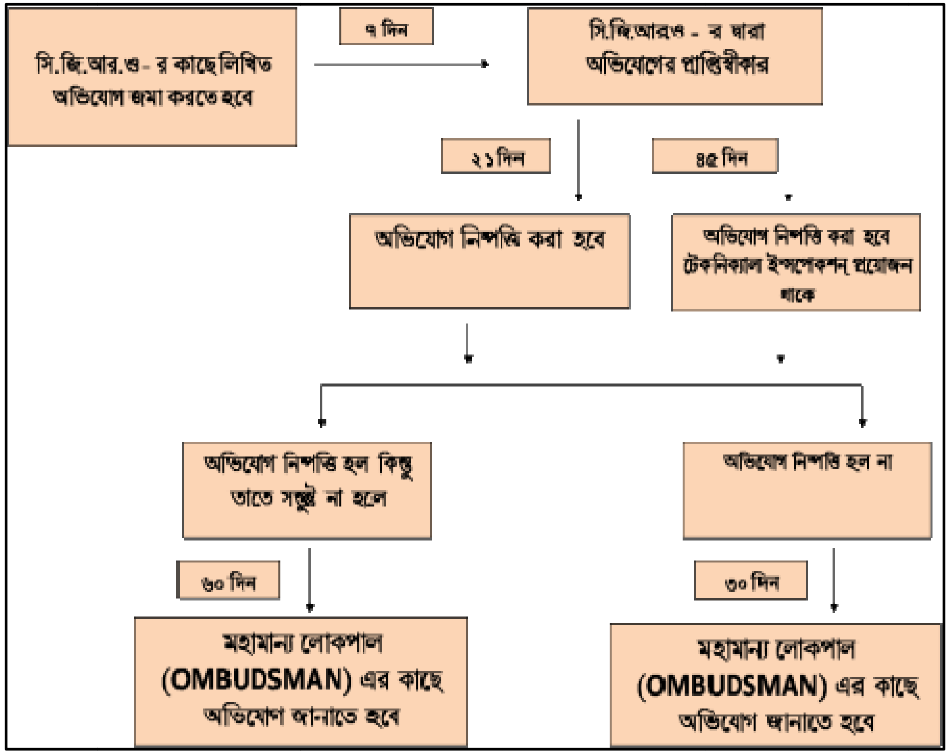

চিত্র নং ১২ . অভিযোগ প্রতিবিধানের বিভিন্ন ধাপ

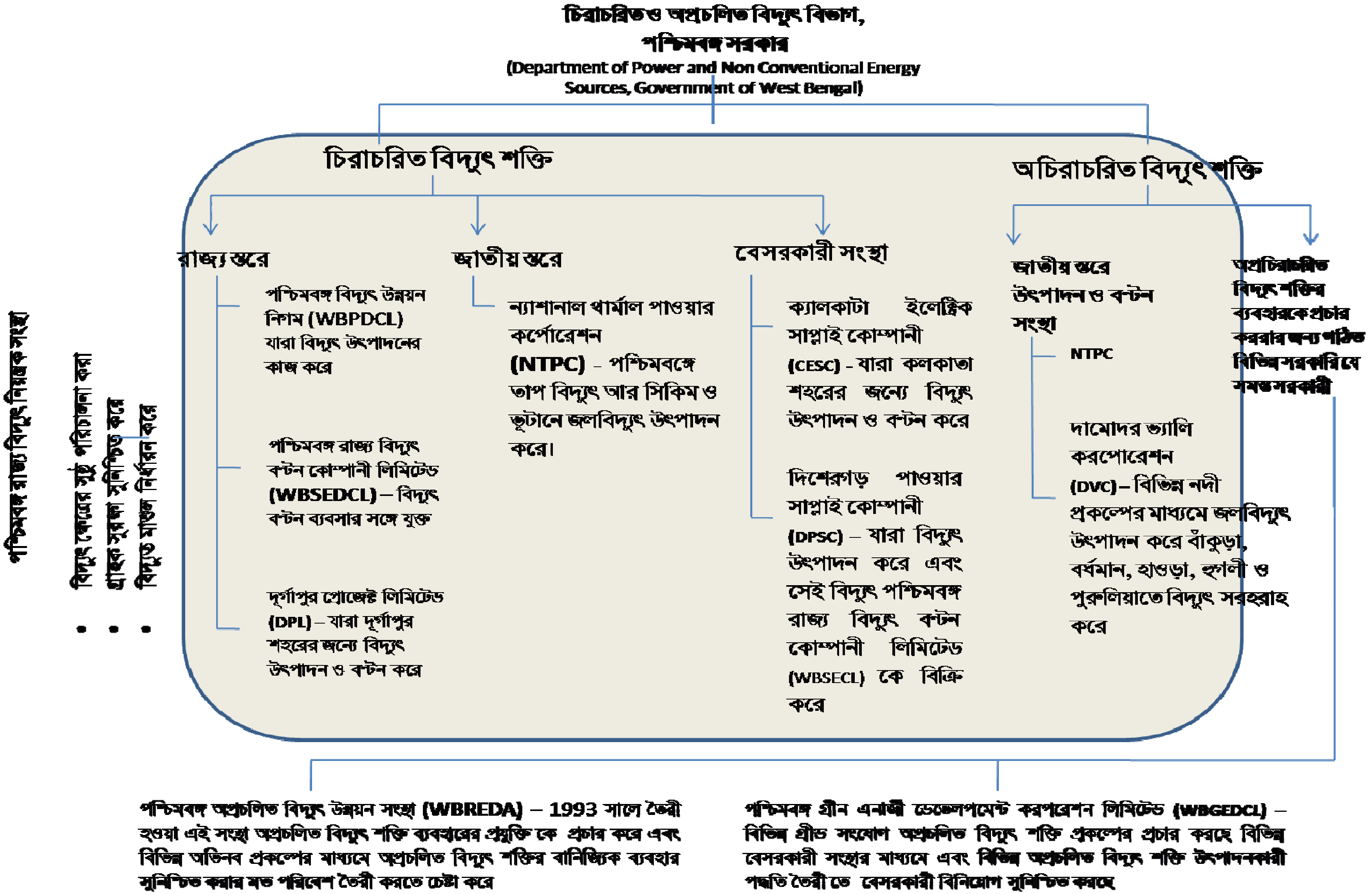

চিত্র নং ১৩ . বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তর

বিদ্যুত বাঁচাতে গেলে

- অপ্রয়োজনে কোনও বৈদ্যুতিন উপকরন জ্বালিয়ে রখবেন না
- বাল্বের বদলে টিউব / এল.ই.ডি (LED) / সি.এফ.এল ব্যবহার করুন
- টিউবে ইলেক্ট্রনিক চোক ব্যবহার করুন
- স্টার লেবেল দেওয়া বৈদ্যুতিন উপকরন ব্যবহার করুন
- বার বার রেফ্রিজারেটর-এর দরজা খোলা বন্ধ করবেন না
- টি.ভি বা কম্পিউটার স্ট্যান্ডবাই - তে রাখবেন না
- ঘরের আলো / ল্যাম্পশেড পরিষ্কার করুন
- বাড়ি তৈরির সময় বেশী করে সূর্যের আলো ব্যবহার হতে দিন এতে দিনের বেলায় আলো জ্বালতে লাগবে না
- ঘরের রং হাল্কা রাখুন
- রেফ্রিজারেটর-এ কোনও জিনিস ঢোকানোর আগে ঠান্ডা হতে দিন
- এ.সি-র ফিল্টার নিয়ম করে পরিষ্কার করুন

এ্যাড্‌ভোকেসি

এ্যাড্‌ভোকেসি কি ?

- ✓ এ্যাড্‌ভোকেসি হল একধরনের ওকালতি যার জন্য কোনো উকিলের প্রয়োজন পড়ে না । যে কোনো সাধারন মানুষ অথবা কোনো একটি এন্‌.জি.ও এ্যাড্‌ভোকেসি করতে পারে ।
- ✓ এ্যাড্‌ভোকেসি শব্দটি এসেছে *এড্‌-ভোকা* শব্দ থেকে যার অর্থ হল - "যে সব মানুষের কথা শোনা হয় না তাদের কথা সবার কাছে পৌছে দেওয়া বা তাদের বক্তব্যের সম্প্রসারন ঘটানো" ।
- ✓ এ্যাড্‌ভোকেসির উদ্দেশ্য হল কোনো বিষয়কে সঠিক ব্যাক্তির কাছে সঠিক সময়ে এবং সঠিক ভাবে পৌছে দেওয়া ।
- ✓ এ্যাড্‌ভোকেসির উদ্দেশ্য বিরোধিতা নয় । বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে কোনো সমস্যার সমাধানই হল প্রকৃত এ্যাড্‌ভোকেসি ।

এ্যাড্‌ভোকেসি ক্যাম্পেন কি ?

এ্যাড্‌ভোকেসি ক্যাম্পেন কিছু ক্রিয়াকলাপ বা এক্‌টিভিটির সমষ্টিকে বোঝায় । এ্যাড্‌ভোকেসি ক্যাম্পেনের প্রধান এক্‌টিভিটি গুলি হল - গবেষণা (রিসার্চ), সঠিক পরিকল্পনা (প্ল্যানিং), পরিকলপনা মতো কাজ করা (ইমপ্লিমেন্টেশন্‌), কাজ ঠিক ঠিক হচ্ছে কিনা তা দেখা (মনিটরিং) এবং কাজগুলি কতটা ফলপ্রসু হল তা খতিয়ে দেখা (ইভ্যালুয়েশন্‌)। বিভিন্ন এন.জি.ও. সংস্থা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করে , যেমন - দারিদ্র দূরিকরন , মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের কল্যান , জ্যৈব কৃষি ইত্যাদি। এই সূত্রে তাঁরা গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন মানুষের সাথে কথা বলেন , বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার সাথে মিটিং করে , মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করেন । এই সবই হল এ্যাড্‌ভোকেসি ক্যাম্পেনের অংশ ।

টেবিল নং ৮ . এ্যাড্‌ভোকেসির কাজে যাঁরা থাকেন বা যাদেরকে যুক্ত করার প্রয়োজন আছে

সরকারি ক্ষেত্র	বেসরকারি ক্ষেত্র	নন্‌ গর্ভনমেন্ট অর্গানাইজেশন্‌ (এন.জি.ও) বা সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন্‌ (সি.এস্‌.ও) বা কনজ্যুমার গ্রুপ
✓ জন প্রতিনিধি - কেন্দ্র বা রাজ্যের মন্ত্রী, জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও কর্মাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও কর্মাধ্যক্ষ, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও অন্যান্য জন প্রতিনিধি, এলাকার কাউন্সিলার, এম.এল.এ, এম্‌.পি ইত্যাদি ✓ সরকারি দপ্তরের আমলা এবং তাদের অধিনস্ত কর্মচারি ✓ এদের উদ্দেশ্য হল সাধারন মানুষের হিতে প্রয়োজনিয় আইন (যেমন - বিদ্যুৎ আইন ২০০৩, বিদ্যুৎ সংরক্ষণ আইন ২০০১, উপভোক্তা সুরক্ষা আইন ১৯৮৬ ইত্যাদি) অথবা নীতি রূপায়ন করা ও সেগুলির সঠিক রূপে প্রণয়ন করা।	✓ বেসরকারি কোম্পানি, বহুজাতিক সংস্থা, ছোট ব্যবসা ইত্যাদি ✓ এঁদের প্রধান উদ্দেশ্য হল ব্যাক্তিগত লাভের অংশ বাড়ানো	✓ একজন কনজ্যুমার বা ব্যাক্তি / কিছু কনজ্যুমার বা ব্যাক্তি মিলে তৈরি করা একটি গ্রুপ বা দল / এলাকার মানুষ (কম্যুউনিটি) মিলে তৈরি করা একটি গ্রুপ বা দল ✓ এঁদের উদ্দেশ্য সাধারন মানুষদের সুবিধা বা অসুবিধার কথা জন প্রতিনিধি বা সরকারি দপ্তরের আমলাদের কাছে তুলে ধরা যাতে করে তাঁরা প্রয়োজনিয় পদক্ষেপ নিতে পারেন এবং ওই অসুবিধার থেকে সাধারন মানুষকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন ✓ এঁরা সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্রের থেকে আলাদা

এ্যাড্‌ভোকেসির প্রয়োজন কেন ?

- ✓ সাধারন মানুষ, পিছিয়ে থাকা গোষ্ঠী, তৃণমূলস্তরের মানুষদের হিতের স্বার্থে ।
- ✓ নীতি নির্ধারনকারি বা পলিসি মেকার (যেমন - মন্ত্রী, আমলা) এবং সাধারন মানুষের মধ্যের দূরত্ত্বকে দূর করা এবং নিয়ম নীতির সঠিক প্রণয়ন সাধন করতে ।
- ✓ সাধারন মানুষের প্রতি সরকারের যে দায়িত্ব তা সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিতে ।
- ✓ সরকারি শাষন, নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনা ব্যবস্থাকে আরো সক্রিয় করে তুলতে (গুড্‌ গর্ভনেন্স) ।

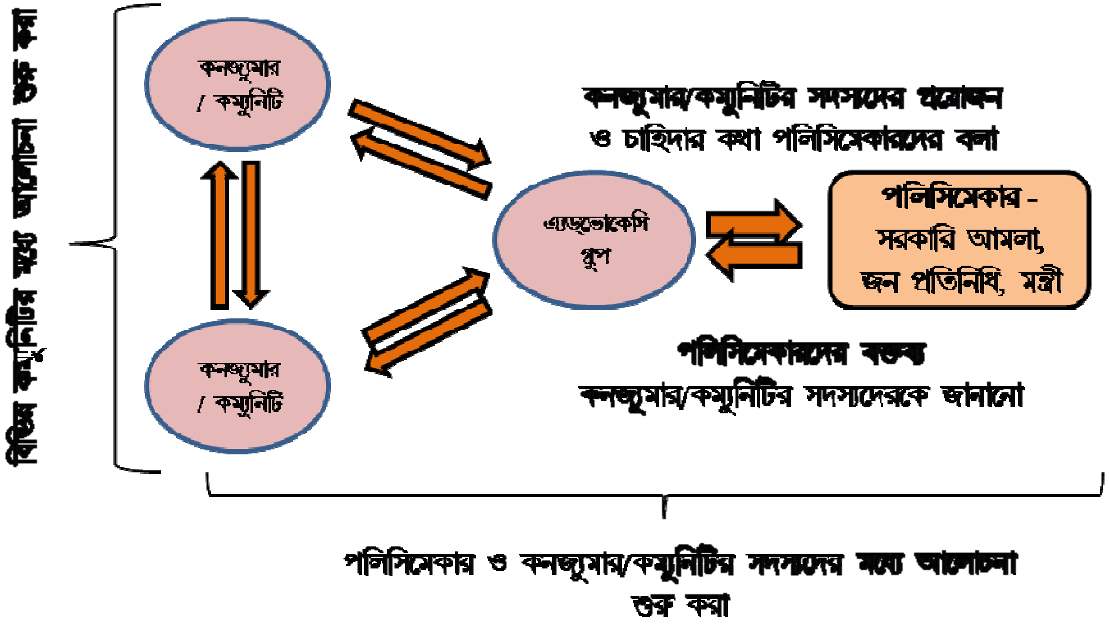

চিত্র নং ১৪ . এ্যাড্‌ভোকেসি এবং নেটওয়ার্কিং

এ্যাড্‌ভোকেসির প্রয়োজন কখন ?

- ✓ সরকারি নিয়ম নীতি যাঁরা বানান তাঁরাও সাধারন মানুষ। সমস্ত সরকারি নিয়ম নীতি সবসময় সঠিক হয় না । কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু ভোল ত্রুটি থেকেই যায় । সেই ত্রুটির ফলে যদি কেউ বা কারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে তবে তা সঠিক সরকারি প্রতিনিধির কাছে সঠিক এড্‌ভোকেসির মাধ্যমে তুলে ধরা প্রয়োজনীয় । এর ফলে নিয়ম নীতিতে কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে তা সুধরে নেওয়া সম্ভবপর হতে পারে ।

- ✓ অনেক সময় দেখা যায় প্রয়োজনীয় সরকারি স্কীম বা সাহায্য সব জায়গায় কার্যকরি রূপে পৌছানো সম্ভব হয় না । সঠিক এ্যাড্‌ভোকেসির মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হতে পারে ।

- ✓ কোনও এলাকায়, কি ধরনের নীতি বা স্কীমের প্রয়োজন তা সঠিক এ্যাড্‌ভোকেসির মাধ্যমে তুলে ধরা সম্ভব।

কারা এ্যাড্ভোকেসি করে ?

- ✓ সাধারন মানুষ
- ✓ এন.জি.ও / সি.এস.ও / কন্‌জ্যুমার গ্রুপ
- ✓ গোষ্ঠী ভিত্তিক গ্রুপ
- ✓ সরকার (যেমন - রাজ্য সরকার যখন কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে সাধারন মানুষের থেকে আর্থকি বা অন্যান্য সাহায্য প্রার্থনা করে, অথবা সরকার যকন সাধারন মানুষের কাছে পোলিও খাওয়ানো নিয়ে আবেদন রাখে)

সঠিক এ্যাড্ভোকেসির জন্য কি কি প্রয়োজন ?

- ✓ সরকারি কোনো নিয়ম-নীতির দ্বারা যে সমস্ত কম্যুনিটি বা গ্রুপের মানুষরা ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রভাবিত হচ্ছেন তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করা ।
- ✓ এ্যাড্ভোকেসি কখনো মন গড়া বা আবেগপ্রবণ কথার ভিত্তিতে করা উচিত নয়। এ্যাড্ভোকেসির জন্য প্রয়োজন সঠিক তথ্য এবং সঠিক কারণ ।
- ✓ যে কোনো এ্যাড্ভোকেসির জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছতা। কেন এ্যাড্ভোকেসি করছি, এ্যাড্ভোকেসি করতে গেলে কি কি করতে হবে ইত্যাদি বিষয় স্বচ্ছভাবে কম্যুনিটির মানুষদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে ।
- ✓ এ্যাড্ভোকেসি করতে গেলে শান্তি বজায় রেখে কাজ করা আবশ্যক ।
- ✓ এ্যাড্ভোকেসি করার জন্য সঠিক সময় বেছে নেওয়া আবশ্যক ।

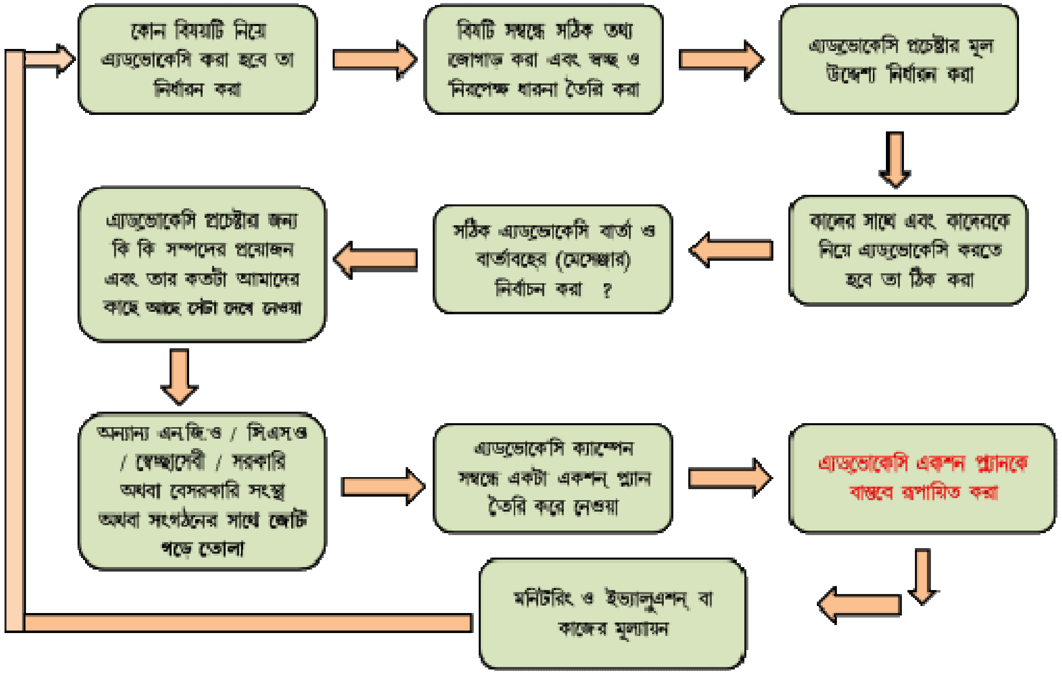

চিত্র নং ১৫ . এ্যাড্ভোকেসি প্ল্যানিং সাইকেল

কোথায় এ্যাড্ভোকেসি করা হয় ?

কোথায় এ্যাড্ভোকেসি করা হবে সেটা নির্ভর করবে - *প্রথমত,* এ্যাড্ভোকেসির বিষয়টি কোথাকার মানুষদের জন্য প্রযোজ্য; *দ্বিতীয়ত,* যে বা যাঁরা এ্যাড্ভোকেসি করছেন তাঁদের উপস্থিতি বা নেটওয়ার্ক কোন এলাকায় মজবুত; *তৃতীয়ত,* যে বিষয়টি এ্যাড্ভোকেসি করা হবে সেটির সঙ্গে কোন কোন সরকারি দপ্তর জড়িত এবং সেগুলি কোন স্তরে (তৃণমূল স্তর, রাজ্য স্তর, কেন্দ্রীয় স্তর, আর্ন্তজাতিক স্তর ইত্যাদি) অবস্থিত । এগুলির ওপর ভিত্তি করে এ্যাড্ভোকেসি করা হতে পারে -

- ✓ তৃণমূল স্তরে (ওয়ার্ড ভিত্তিক, মিউনিসিপালিটি ভিত্তিক, গ্রাম বা গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক)
- ✓ ব্লক স্তরে
- ✓ জেলা স্তরে
- ✓ রাজ্য স্তরে
- ✓ জাতীয় স্তরে
- ✓ আর্ন্তজাতিক স্তরে

অনেকসময় দেখা যায় ফলপ্রসু বা কার্যকরি এ্যাড্ভোকেসি করতে গেলে উপরের একাধিক স্তরে এ্যাড্ভোকেসি ক্যাম্পেন করার প্রয়োজন আছে । CUTS ফলপ্রসু এ্যাড্ভোকেসির স্বার্থে অনেকসময় উপরের সবকটি স্তরেই এ্যাড্ভোকেসি ক্যাম্পেন করে ।

কি করে এ্যাড্ভোকেসি করতে হয় ?

এ্যাড্ভোকেসি করতে গেলে সঠিক পরিকল্পনার প্রয়োজন । এ্যাড্ভোকেসি করার আগে বুঝতে হবে -

- ✓ কি করতে হবে ?
- ✓ কি ভাবে করতে হবে ?
- ✓ কাকে দিয়ে করাতে হবে ?
- ✓ কোন সময়ের মধ্যে করতে হবে ?

চিত্র ১৩ তে এ্যাড্ভোকেসি করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন তা দেখানো হয়েছে । সমস্ত পদক্ষেপগুলিকে একত্রিত ভাবে এ্যাড্ভোকেসি প্ল্যানিং সাইকেল বলে হয় । নীচের অংশে এই এ্যাড্ভোকেসি প্ল্যানিং সাইকেল - টি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হল।

এ্যাড্‌ভোকেসি প্ল্যানিং সাইকেল

প্রথম পদক্ষেপ - কোন্ বিষয়টি নিয়ে এ্যাড্‌ভোকেসি করা হবে তা নির্ধারন করা

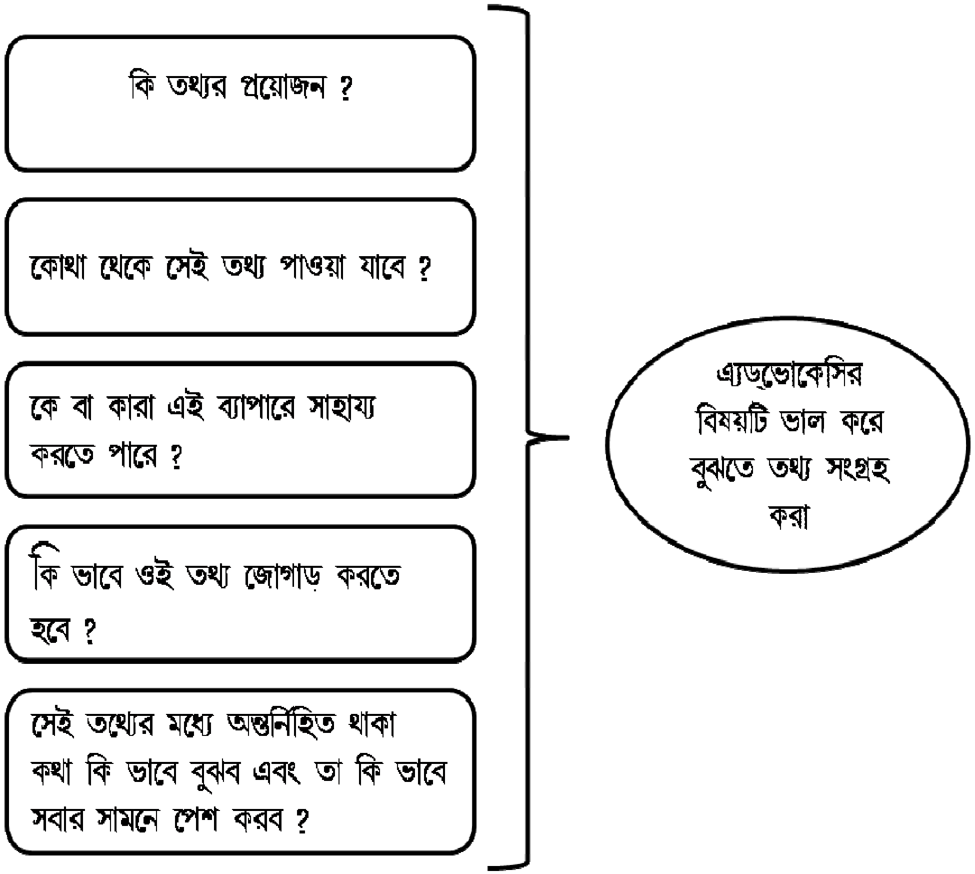

চিত্র নং ১৬ . এ্যাড্‌ভোকেসির বিষয়টি ভাল করে বুঝতে তথ্য সংগ্রহ করা

এ্যাড্‌ভোকেসি করার প্রথম পদক্ষেপ হল সঠিক বিষয়টি বেছে নেওয়া । সাধারনত আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা এ্যাড্‌ভোকেসি করতে পারি। সঠিক বিষয় নির্ধারনের সময় নীচে দেওয়া কথাগুলি মনে রখার প্রয়োজন আছে -

- ✓ কম্যুনিটির কাছে বিষয়টি গুরুত্ত্বপূর্ণ হওয়া আবশ্যক
- ✓ কম্যুনিটির মানুষদের মধ্যে
- ✓ বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে যথেষ্ট উৎসাহী হতে হবে
- ✓ বিষয়টির সাথে যদি কম্যুনিটির মানুষদের জীবন ও জীবিকা জড়িত থাকে তবে এ্যাড্‌ভোকেসি করার সময় তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগীতা পাওয়া সম্ভব
- ✓ যে বিষয় নিয়ে এ্যাড্‌ভোকেসি করা হবে তার সঙ্গে রাজ্য স্তর, জাতীয় স্তর বা আর্ন্তজাতিক স্তরের কোনো কোনো বৃহত্তর সমাস্যা বা বিষয়ের যোগ থাকলে তা এ্যাড্‌ভোকেসি কাজে সুবিধা করে
- ✓ যে এন.জি.ও বা সি.এস.ও এ্যাড্‌ভোকেসি করবে তাদের সংস্থার উদ্দেশ্যের সাথে যেন বিষয়টির কোথাও কোনো বিভেদ না থাকে

দ্বিতীয় পদক্ষেপ - বিষয়টি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জোগাড় করা এবং স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ধারনা তৈরি করা

এ্যাড্‌ভোকেসি করার জন্য যেমন সঠিক বিষয় নির্ধারন করা আবশ্যক তেমনি প্রয়োজনীয় হল সেই বিষয় সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জোগাড় করা এবং স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ধারনা তৈরি করা । মনে রাখতে হবে যে এ্যাড্‌ভোকেসি কখনো

ব্রিফিং পেপার লেখার সময় কি কি থাকবে আর কি কি থাকবে না

কি কি করব :

- ✓ যাদের জন্য লেখা তাদের ভাষাতে লিখতে হবে
- ✓ ৪-৫ পাতার বেশী কিছুতেই হবে না
- ✓ পেপারে যা যা তথ্য দেওয়া হল এবং যা যা মত পেশ করা হল তার সাথে যেন এ্যাড্ভোকেসি গ্রুপের সবাই একমত হয়
- ✓ পেপারে যা যা তথ্য দেওয়া হবে তার যেন রেফারেন্স দেওয়া থাকে - অর্থাৎ কোনো তথ্য কোথা থেকে নেওয়া হল তা যেন বলা থাকে

কি কি করব না :

- ✗ পেপারে এমন কিছু লেখা উচিত নয় যা এ্যাড্ভোকেসির মূল বিষয়টি বা উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন
- ✗ কোনো কথা বা শব্দের সংক্ষিপ্ত আকার ব্যবহার করা উচিত নয়
- ✗ "এ্যাড্ভোকেসি" শব্দটি সরাসরি ব্যবহার করা উচিত হবে না
- ✗ অসংলগ্ন কোনো তথ্যের ব্যবহার উচিত হবে না

এ্যাড্ভোকেসির বিষয়টি সম্বন্ধে যে যে তথ্য পেলেন তা কি ভাবে সবার সামনে পেশ করবেন ?

- ✓ বিষয়টি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আকারে কোনো লেখা (ব্রিফিং পেপার)
- ✓ বিষয়টি সম্বন্ধে বিস্তারিত আকারে কোনো লেখা (রিসার্চ রিপোর্ট)
- ✓ বিষয়টি সম্বন্ধে একটি এ্যাড্ভোকেসি নোট

কি ভাবে বিষয়টি সম্বন্ধে আরো ভাল করে জানব ? / কি ভাবেই বা সঠিক তথ্য পাব ?

- ✓ খবরের কাগজ থেকে তথ্য পাওয়া যেতে পারে অথবা বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে জানা যেতে পারে
- ✓ এ্যাড্ভোকেসির বিষয়টি নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন বই বা লেখা থেকে জানা যেতে পারে
- ✓ নির্ধারিত সরকারি ওয়েবসাইট থেকে বিষয়টি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে জানা সম্ভব
- ✓ সার্ভে বা গ্রুপ মিটিং-এর মাধ্যমে উঠে আসা সাধারন মানুষের / কম্যুনিটির সদস্যদের মতামতকে তথ্য রুপে ব্যবহার করা হয়

আবেগের বশে হয় না, তার জন্য প্রয়োজন সঠিক তথ্য এবং সেই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া যুক্তি। এক কথায় একে রিসার্চ বা গবেষণাও বা পড়াশুনা বলে । এ্যাড্ভোকেসি - তে পড়াশুনার প্রয়োজনীয়তার কারণগুলি নীচে আলোচনা করা হল -

- ✓ এ্যাড্ভোকেসির বিষয়টি সম্বন্ধে সঠিক ও যথাযথ যুক্তি তৈরি করতে সাহায্য করে ।
- ✓ বিষয়টি নিয়ে পড়াশুনা করলে অনেক সময় ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার কথা জানা যেতে পারে যা কিনা এ্যাড্ভোকেসি সপক্ষে তথ্য প্রমান রূপে কাজে লাগতে পারে।
- ✓ এ্যাড্ভোকেসির মাধ্যমে যে বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয় তা আরো সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট হয় গবেষণার মাধ্যমে ।
- ✓ এ্যাড্ভোকেসির বিষয়টি নিয়ে ভাল করে পড়াশুনা করলে জানা যায় বিষয়টির সঙ্গে কোন্ কোন্ জনপ্রতিনিধি, মন্ত্রী বা সরকারি দপ্তরের আমলারা জড়িত আছে । রাখতে হবে যারা বিষটির সাথে আছেন তাদের সঙ্গে এ্যাড্ভোকেসি করতে হবে ।

- ✓ এ্যাড্‌ভোকেসির বিষয়টি নিয়ে ভাল করে পড়াশুনা করলে জানা যায় কোনও এন.জি.ও সংস্থা এই ধরনের কাজ আগে কখনো করেছেন কি না এবং করে থাকলে কি ভাবে করেছেন এবং তার ফলাফল কি হয়েছিল । অনেকসময় আবার এই সমস্ত এন.জি.ও সংস্থাদের তৈরি করা নেটওয়ার্ক থাকে যাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে বহু মানুষের সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব হয় ।

তৃতীয় পদক্ষেপ - এ্যাড্‌ভোকেসি প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য নির্ধারন করা

এ্যাড্‌ভোকেসির বিষয় নির্ধারন ও সেই নিয়ে পড়াশুনা করার পরে প্রধান কাজই হল এ্যাড্‌ভোকেসি প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য নির্ধারন করা। সাধারনত SMART ফ্রেমওয়ার্ক বা তত্ত্ব ব্যবহার করে এডভোকেসির উদ্দেশ্য নির্ধারন করা ভাল ।

চতুর্থ পদক্ষেপ - কাদের সাথে এবং কাদেরকে নিয়ে এ্যাড্‌ভোকেসি করতে হবে তা ঠিক করা

এ্যাড্‌ভোকেসি প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য নির্ধারন করা হয়ে গেলে আমাদের ভাবতে হবে এই প্রচেষ্টায় সফল হতে গেলে আমাদের কাকে সঙ্গে রাখা প্রয়োজন এবং কার কাছে আমরা এডভোকেসি করব । যে কোনো এ্যাড্‌ভোকেসি প্রচেষ্টা শুরুতে আমাদের চারপাশের মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে -

ALLIES বা বন্ধু - যারা এ্যাড্‌ভোকেসির বিষয়টি নিয়ে একমত এবং আমাদের এ্যাড্‌ভোকেসি প্রচেষ্টায় সাহায্য করবে

FENCE SITTERS বা যারা নিরপেক্ষ - যারা এখনো বুঝতে পারছে না আমাদের এ্যাড্‌ভোকেসি প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা উচিত কি না

SMART ফ্রেমওয়ার্ক বা তত্ত্বের প্রধান বক্তব্য হল - যে কোনো উদ্দেশ্যের কিছু বৈশিষ্ঠ্য থাকা আবশ্যক। সেগুলি হল ট্

SPECIFIC বা নির্দিষ্ট - আমরা ঠিক কি করতে চাইছি এ্যাড্‌ভোকেসির মাধ্যমে ?

MEASUREABLE বা যেটাকে মাপা যায় - কি করে জানব যে আমাদের এডভোকেসি প্রচেষ্টা সফল হয়েছে ?

ACHIEVEABLE বা যেটাকে আদেও করা সম্ভব কিনা - এডভোকেসি প্রচেষ্টার জন্য যা সময় ও সম্পদ আছে তা দিয়ে আদেও কতটা লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব ?

RELEVANT বা এডভোকেসি প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যগুলি মানুষের / কম্যুনিটির সদস্যদের জন্য কতটা প্রাসঙ্গিক - এডভোকেসি প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যগুলি সাধনে সফল হলে তা মানোষের কতটা কাজে লাগবে ?

TIMEBOUND বা কত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হবে - এডভোকেসি প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যগুলি সাধনে কত সময় লাগতে পারে ?

কি করে সঠিক পলিসি মেকার / ডিসিশন মেকার নির্বাচন করতে হবে ?

কোন কোন পলিসিমেকারদের সঙ্গে আমরা এ্যাড্‌ভোকেসি করব সেটা বুঝতে গেলে নীচের বিষয়গুলি দেখতে হবে -

- ✓ কোন সরকারি দপ্তর বিষয়টি দেখছে ?
- ✓ কোন কোন মন্ত্রী বা আমলা বিষয়টি দেখছেন রাজ্য ও জাতীয় স্তরে ?
- ✓ জেলা, ব্লক ও গ্রাম স্তরে কোন কোন কর্মাধ্যক্ষ বিষয়টি দেখছেন ?
- ✓ কোন কোন বেসরকারি সংস্থা / এন.জি.ও / সি.এস.ও ওই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে ?

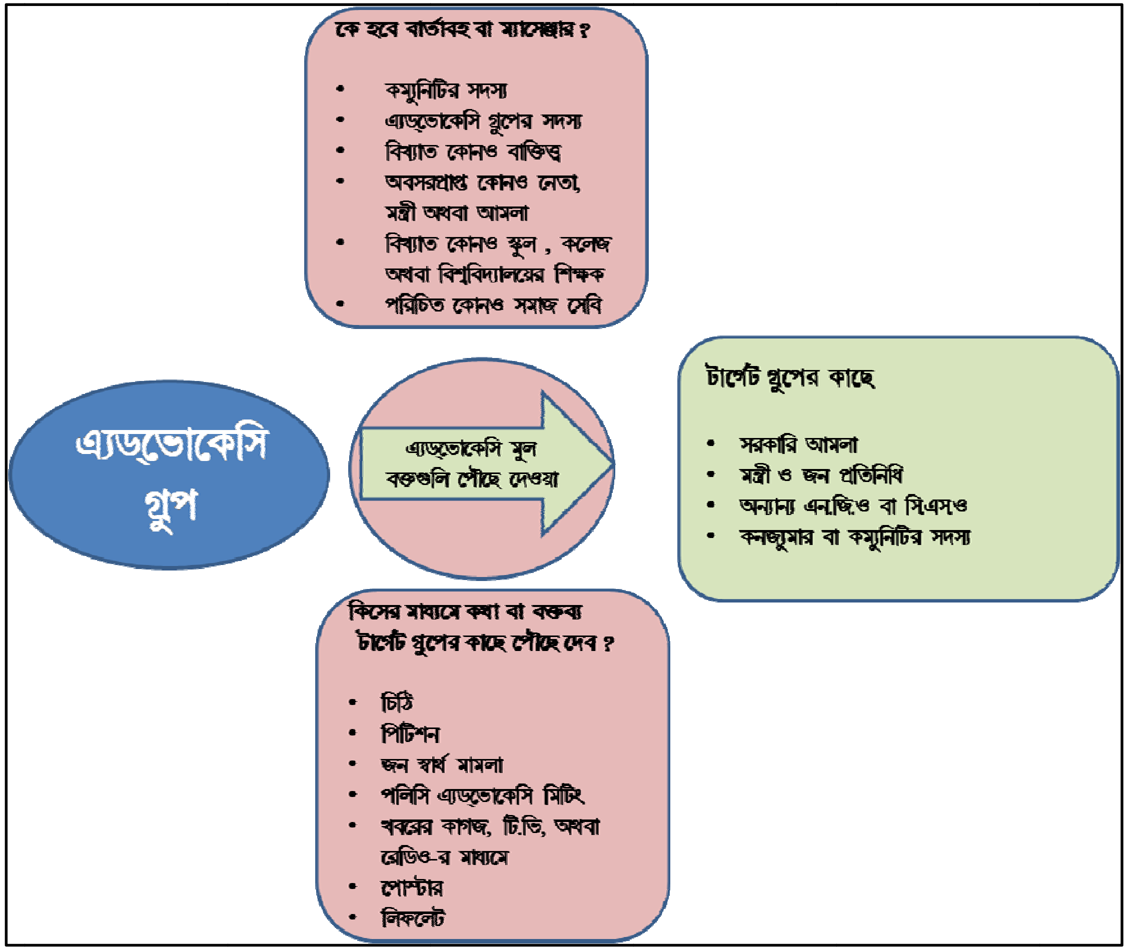

চিত্র নং ১৭ . কি ভাবে এ্যাড্‌ভোকেসি মূল বক্তগুলি টার্গেট গ্রুপের কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত

OPPONENTS বা প্রতিপক্ষ - যারা মনে করেন এ্যাড্‌ভোকেসি প্রচেষ্টাকে সমর্থন উচিত নয়

যে কোনও এ্যাড্‌ভোকেসি প্রচেষ্টাকে সফল করতে গেলে প্রয়োজন নিজেকে দলে ভারি করা । এর জন্য প্রয়োজন বন্ধুদের সহযোগীতা এবং যারা নিরপেক্ষ অথবা প্রতিপক্ষ তাদেরকে এ্যাড্‌ভোকেসি প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ও কারন সঠিক যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে তাদেরকে দলে টানা । এ্যাড্‌ভোকেসি প্রচেষ্টা শুরু করার আগে জানতে হবে সরকারি তরফে বিষয়টি সম্বন্ধে কে বা কারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ে (এঁদেরকে আমরা *পলিসিমেকার* বলে থাকি)।

পঞ্চম পদক্ষেপ - সঠিক এ্যাড্‌ভোকেসি বার্তা ও বার্তাবহের (মেসেঞ্জার) নির্বাচন করা ?

এ্যাড্‌ভোকেসির উদ্দেশ্য ও টার্গেট গ্রুপ নির্ধারন করার পর প্রধান কাজ হল সঠিক ও কার্যকরি এ্যাড্‌ভোকেসি বার্তার নির্বাচন করা । শুধু সঠিক বার্তা নির্বাচনই নয়, প্রয়োজন হল সেই বার্তাকে বিভিন্ন টার্গেট গ্রুপ অনুযায়ী সজিয়ে তা তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া । সঠিক বার্তা সঠিক ভাবে সঠিক গ্রুপের কাছে পৌঁছে দিতে প্রয়োজন সঠিক মেসেঞ্জার বা বার্তাবহের (অর্থাৎ যিনি এ্যাড্‌ভোকেসি বার্তা পৌঁছে দেবেন) ।

ষষ্ঠ পদক্ষেপ - এ্যাড্ভোকেসি প্রচেষ্টার জন্য কি কি সম্পদের প্রয়োজন এবং তার কতটা আমাদের কাছে আছে সেটা দেখে নেওয়া

কার্যকরি এ্যাড্ভোকেসি বার্তার বৈশিষ্ঠ্য :
✓ এডভোকেসি প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি যেন সুস্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে ✓ সরল ও সুস্পষ্ট হওয়া আবশ্যক - একটি সহজ বাক্যের মধ্যে দিয়ে বলতে পারলে ভাল ✓ যে ব্যক্তি বিষয়টি সম্বন্ধে জানেন না তিনিও যেন বার্তাটি পড়ে বুঝতে পারেন এডভোকেসি প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্যগুলি কি ✓ বার্তাটি যেন সহজেই মনে রাখা যায়

এ্যাড্ভোকেসি প্রচেষ্টা শুরুর আগে দেখতে হবে তার জন্য কি কি সম্পদের প্রয়োজন এবং তার কতটা আমাদের কাছে আছে এবং বাকিটা কোথা থেকে আসবে । এ্যাড্ভোকেসির জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় বা সম্পদগুলি নীচে আলোচনা করা হল ।

- ✓ লোকবল - এ্যাড্ভোকেসি প্রচেষ্টার শুরুতে বুঝতে হবে কাজটি করার জন্য কত জন লোক লাগবে এবং তা কি করে জোগাড় করা যেতে পারে । এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন এন.জি.ও বা সি.এস.ও অথবা কম্যুনিটির সদস্যদের সঙ্গে কাজ করলে এই সমস্যা কিছুটা হলেও মেটা সম্ভব
- ✓ বিষয়টির ওপর জ্ঞান বা দক্ষতা - আগেই বলা হয়েছে - যে বিষয়ে এডভোকেসি করা হবে সেই বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশুনা করার প্রয়োজন আছে । কিন্তু যদি দেখা যায় যে বিষয়টি সম্বন্ধে এডভোকেসি গ্রুপের নিজস্ব ধরনা যথেষ্ট পরিষ্কার না হয় সেক্ষেত্রে বিষয়টি এমন কোনও ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করা উচিত যিনি বিষয়টি সম্বন্ধে জানেন এবং সেটি নিয়ে কাজ করেছেন ।
- ✓ পার্টনার সংস্থাদের অভিজ্ঞতা - এডভোকেসি প্রচেষ্টায় সহযোগী এন.জি.ও বা সি.এস.ও - দের পূর্ব অভিজ্ঞতাকে সঠিক ভাবে কাজে লাগানো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়
- ✓ পারস্পরিক সুসম্পর্ক - টার্গেট গ্রুপের সদস্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ।
- ✓ সময় - ভাল ভাবে করতে গেলে এ্যাডভোকেসি প্রচেষ্টার জন্য কত সময় লাগতে পারে তা শুরুতেই সঠিক ভাবে বুঝে নিতে হবে এবং সেই মত এ্যাড্ভোকেসি ক্যাম্পেন সাজাতে হবে
- ✓ অর্থবল - যে কোনও এ্যাড্ভোকেসি প্রচেষ্টার জন্য প্রয়োজন অর্থবল । এ্যাড্ভোকেসি প্রচেষ্টার আগেই দেখতে হবে যে কত অর্থ লাগবে, কোন কোন ডোনার আর্থিক সহায্য করতে পারবে ইত্যাদি ।

সপ্তম পদক্ষেপ - অন্যান্য এন.জি.ও / সি.এস.ও / স্বেচ্ছাসেবী / সরকারি অথবা বেসরকারি সংস্থা অথবা সংগঠনের সাথে জোট গড়ে তোলা

কোনও এ্যাড্ভোকেসি প্রচেষ্টাকে সফল করতে গেলে প্রয়োজন জোট গড়ে তোলা এবং এ্যাড্ভোকেসি গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ও তার প্রচারকে বাড়ানো । সাধারনত জোট হয় একই কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং একই মনভাবাপন্ন এমন ব্যক্তি বা সংস্থার সাথে ।

জোটের প্রয়োজনীয়তা -

- ✓ এ্যাড্‌ভোকেসি প্রচেষ্টাকে আরও বেশী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে
- ✓ এ্যাড্‌ভোকেসি গ্রুপের সদস্য সংখ্যা বাড়াতে
- ✓ এ্যাড্‌ভোকেসি গ্রুপের সদস্যদের ক্যাপাসিটি বাড়াতে
- ✓ এ্যাড্‌ভোকেসি প্রচেষ্টাকে আরো বেশী মানুষের দৃষ্টিগোচর করতে

ভাল জোটের বৈশিষ্ঠ্য -

- ✓ কোনও বিষয়ে এ্যাড্‌ভোকেসি গ্রুপের সদস্যরা সমভাবাপন্ন
- ✓ এ্যাড্‌ভোকেসি গ্রুপে বিভিন্ন এলাকার / কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের প্রতিনিধিত্ব এবং টার্গেট গ্রুপের সঙ্গে তাদের সুসম্পর্ক
- ✓ একই ধরনের কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা
- ✓ রাজনৈতিক পক্ষপাত থেকে মুক্ত

অষ্টম পদক্ষেপ - এ্যাড্‌ভোকেসি ক্যাম্পেন সম্বন্ধে একটা একশন্‌ প্ল্যান তৈরি করে নেওয়া

কি করে এ্যাড্‌ভোকেসি প্ল্যান বানাতে হবে এবং তাতে কি কি হবে তা ৯ নং টেবিলে দেওয়া হল

টেবিল নং ৯. এ্যাড্‌ভোকেসি একশন্‌ প্ল্যান

উদ্দেশ্য (**Objectives**) **(1)**	টার্গেট গ্রুপ / টার্গেট অডিয়েন্সে (**Target Audience**) কারা? **(2)**	কি করতে চলেছি? **Activities (3)**	কি ভাবে বুঝব যে কাজ / উদ্দেশ্য সফল হয়েছে? **Indicators (4)**	কোন সময়ের মধ্যে করতে হবে? **Timing (5)**	কাজটি করা কার / কাদের দায়িত্ব? **Responsibility (6)**	ফিরে দেখা কোথায় কোথায় ভুল হল এবং পরবর্তী কালে সেই ভুল সুধরে নেওয়া **Review (7)**

Source: *Wateraid, September 2007, The Advocacy Sourcebook*

নবম পদক্ষেপ - এ্যাড্‌ভোকেসি একশন প্ল্যানকে বাস্তবে রূপায়িত করা

ক) মন্ত্রী বা আমলাদের (এককথায় পলিসি মেকার) সঙ্গে সামনা সামনি মিটিং - মন্ত্রী বা সরকারি আমলাদের সঙ্গে সামনা সামনি মিটিং হল বহুপ্রচলিত ও কার্যকরি এ্যাড্‌ভোকেসির উপায় । এর ফলে পলিসি মেকরাদেরকে সঠিকভাবে বিষয়টি বোঝানো সম্ভবপর হয় এবং সাক্ষাতের মাধ্যমে তাঁদের সাথে সুসম্পর্কও তৈরি হয় । কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই ধরনের মিটিং বা সাক্ষাতের জন্য খুব ভাল করে নিজেকে তৈরি করতে হবে । এই ধরনের মিটিং-এর আগে কি প্রস্তুতির প্রয়োজন-

প্রথমত, যাঁর সঙ্গে মিটিং হবে তাঁর সম্বন্ধে জানা

- ✓ কোন দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত ?
- ✓ এ্যাড্‌ভোকেসির বিষয়টির সাথে তিনি কি ভাবে যুক্ত ?
- ✓ তাঁর ক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতা কতটুকু এবং কোনো সকরারি সিদ্ধান্তে তাঁর ভূমিকা কতটুকু ?

দ্বিতীয়ত, মূল বক্তব্যের ওপর জোর দেওয়া উচিত

- ✓ কি করতে চাইছি ?
- ✓ কেন করতে চাইছি ?
- ✓ যা চাইছি তা কি ভাবে করা সম্ভব হবে ?
- ✓ যাঁর সঙ্গে সাক্ষাত / মিটিং করছি তিনি এ বিষয়ে কি করতে পারেন ?
- ✓ ভাল এবং সঠিক করে না জেনে কোনও কথা বলা উচিত নয়

তৃতীয়ত, সঠিক বার্তাবহ নির্বাচন আবশ্যক

- ✓ মিটিং - এর ব্যবস্থা যিনি করেছেন তিনি যদি আপনার বন্ধু হন তবে তাঁকে সঙ্গে রাখা
- ✓ যাঁর সাথে মিটিং করছেন তাঁর কোনও বন্ধু যদি আপনারও পরিচিত হয় তবে তাঁকে সঙ্গে রাখা
- ✓ যিনি ভাল করে ঠান্ডা মাথায় বুঝিয়ে কথা বলতে পারবেন মিটিং - এ তাঁর থাকা আবশ্যক

চতুর্থ, প্র্যাকটিস

- ✓ মিটিং - এর আগে নিজেকে ভাল করে প্রস্তুত করতে হবে
- ✓ কি বলতে হবে তা গ্রুপের সদস্যদের সাথে প্র্যাকটিস করতে হবে
- ✓ সমস্ত প্রশ্নের জন্য তৈরি হতে হবে

সাধারনত মন্ত্রী বা সরকারি আমলারা খুব ব্যস্ত মানুষ হন এবং বেশী সময় দিতে পারেন না । অনেক বড় কোনও লেখা দিলে তাঁদের পক্ষে সেটা পড়া সম্ভব হয় না । এর জন্য যা বলার তা খুব ছোট কোনও লেখার আকারে (১ - ২ পৃষ্ঠা) অথবা ৫-১০ মিনিটের কোনও বক্তব্যের আকারে নতুবা পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে পলিসি মেকারদের কাছে তুলে ধরতে হবে । মনে রাখতে হবে মিটিং হয়ে যাওয়ার পর সেই পলিসি মেকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লেখা আবশ্যক । মিটিং-এ কি কি আলোচনা হল তা ওই চিঠিতে লিখতে হবে ।

গ) মিডিয়া বা খবরের কাগজ ও চ্যানেলের মাধ্যমে এ্যাড্‌ভোকেসি করা -

আমরা সবাই খবরের কাগজ পড়ি ও টি.ভি দেখি । মানুষের কাছে পৌঁছে যাবার জন্য মিডিয়া এক অচ্যন্ত কার্যকরি মাধ্যম । কিন্তু এর জন্য সবার আগে প্রয়োজন মিডিয়াকে বিষয়টি জানানো এবং তাদেরকে এ্যাড্‌ভোকেসির প্রয়োজন বোঝানো । প্রেস কন্‌ফারেন্স বা প্রেস রিলিজ - এর মাধ্যমে এই কাজ করা উচিত। অনেকসময় মিডিয়ার কারো সাথে দেখা করেও বিষয়টি নিয়া আলোচনা করা যেতে পারে । একে আমরা মিডিয়া এডভোকেসি বলে থাকি । এসবের জন্য যা যা প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে তা নীচের অংশে আলোচনা করা হল -

প্রথমত, একটি মিডিয়ার লিস্ট তৈরি করা

দ্বিতীয়ত, যে মিডিয়ার কাছে যেতে হবে তার বিষয়ে জানা -

- ✓ তারা কোন বিষয় নিয়ে কাজ করে ?
- ✓ তাদের উপস্থিতি কোথায় বেশী - জেলা / রাজ্য / জাতীয় / আর্ন্তজাতিক ?
- ✓ কারা তাদের খবর পড়ে বা চ্যানেল দেখে ?
- ✓ তারা কোন ভাষায় খবর প্রকাশ করে ?

তৃতীয়ত, যে যে খবরের কাগজ বা চ্যানেল এ্যাড্‌ভোকেসির জন্য সাহায্য করবে তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করা

- ✓ কোন কোন জার্নালিস্ট বা রিপোর্টার বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি করে বা তাদের আগ্রহ আছে ?
- ✓ তারা খবরের মধ্যে কোন কোন বিষয়ের ওপর জোড় দেয় ?
- ✓ তারা কত ঘন ঘন লেখেন ?

চতুর্থ, ঠিক করতে হবে মিডিয়ার থেকে কি চাইছি

- ✓ মিডিয়াকে এ্যাড্ভোকেসির কাজে কি ভাবে ব্যবহার করতে চাইছি ?
- ✓ কি ধরনের খবর মিডিয়াকে দিতে হবে ?
- ✓ মিডিয়ার মাধ্যমে কোন ধরনের মানুষের কাছে পৌঁছতে চাইছি ?

পঞ্চম, টার্গেট অডিয়েন্স কারা নির্ধারন করতে হবে

- ✓ কাদের কাছে আমাদের কথা পৌঁছে দিতে চাইছি ?
- ✓ তারা খবরটির কতটুকু পড়বে ও কেন পড়বে ?

ষষ্ঠ, যে মেসেজ আমরা মানুষের কাছে দিতে চাইছি তা ঠিক করা । সেটি সরল, ছোট অথচ কার্যকরি হওয়া আবশ্যক

মিডিয়া এ্যাড্ভোকেসির কাজে সবসময় ইন্টারভিউ - এর জন্য প্রস্তুত থাকা আবশ্যক ।

ভাল প্রেস রিলিজের বৈশিষ্ঠ্য -

কি করা উচিত ?

- ✓ যে কোনো ভাল প্রেস রিলিজ ৬ টি প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে
    - o কারা কারা এর সঙ্গে যুক্ত ?
    - o কি হচ্ছে ?
    - o কোথায় হচ্ছে ?
    - o কখন হচ্ছে ?
    - o কেন হচ্ছে ?
    - o কি ভাবে হচ্ছে ?
- ✓ পরিষ্কার করে বলতে হবে আমরা কি করতে চাইছি
- ✓ ভাল করে জানতে হবে কোন রোপোর্টার বিষয়টি লেখালেখি করেন এবং তিনি কি ধরনের তথ্য পছন্দ করেন
- ✓ প্রেস রিলিজে নিজের যোগাযোগের সম্পূর্ণ বিবরন দিতে হবে

কি করা উচিত নয় ?

- ✓ প্রেস রিলিজ হাতে লেখা হলে চলবে না
- ✓ কোনও কঠিন ভাষা বা শব্দের ব্যবহার করবেন না
- ✓ এটা কখনই ভাববেন না যে রিপোর্টার সব জানে
- ✓ অনুমতি ছাড়া কারো বক্তব্য উল্ল্যেখ করবেন না

দশম পদক্ষেপ - মনিটরিং ও ইভ্যালুএশন্

যে কোনও এ্যাড্ভোকেসি প্রচেষ্টার দুটি মূল অঙ্গই হল মনিটরিং ও ইভ্যালুএশন । *মনিটরিং* অর্থাত দেখা যে সমস্ত কাজকর্ম ঠিক ঠিক পরিকল্পনামতো হচ্ছে কিনা দেখা এবং *ইভ্যালুয়েশনের বা মূল্যায়ন করার* অর্থ হল দেখা যে এ্যাড্ভোকেসি প্রচেষ্টা কতটা সফল হল এবং যদি তা না হয়ে থাকে তবে কি কারনে হল না। **মনিটরিং ও ইভ্যালুএশন্** - এর মধ্যে কিছু পর্থক্য নীচের অংশে দেওয়া হল ।

টেবিল নং ১০ . মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশনের মধ্যে তফাৎ

	মনিটরিং	ইভ্যালুএশন্
কখন করবে (সময়) ?	প্রজেক্ট চলাকালিন সব সময়	কোনও একটি বিশেষ সময়ে যেমন - প্রজেক্টের শেষে বা মাঝামাঝি সময়ে বা প্রজেক্টের এক ফেজ/ধাপ থেকে অন্য ফেজে যাওয়ার সময়
কোন কোন কাজ দেখা হবে ?	প্রতিদিনের কাজ, আউপুট, মিটিং ইত্যাদি	কোনও প্রজেক্টের মূল এক্টিভিটি বা যে আউটপুট পেলাম তা কতটা যথাযথ হল এবং প্রজেক্ট বা প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্যের দিকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করল
কারা করবে ?	প্রজেক্ট স্টাফ	এক্সটার্নাল ইভ্যালুয়েটর
কি ভাবে করবে ?	রেগুলার মিটিং-এর মাধ্যমে	ইভ্যালুয়েশন রিপোর্ট
Source: *Wateraid, September 2007, The Advocacy Sourcebook*		

ডি.আর.ই.সি প্রজেক্টের মাধ্যমে অচিরাচরিত শক্তি দ্বারা চালিত বৈদ্যুতিন উপকরন অথবা বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারি বৈদ্যুতিন উপকরন ব্যবহার বাড়াতে সি.এস.ও / এন.জি.ও - রা কি ভূমিকা নিতে পারে?

কনজ্যুমারের দিকে -

- ✓ কনজ্যুমারদেরকে অচিরাচরিত শক্তি দ্বারা চালিত বৈদ্যুতিন উপকরন অথবা বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারি বৈদ্যুতিন উপকরন ব্যবহারের প্রয়োজন সম্বন্ধে বোঝানো, বিশেষ করে যে ভাবে বিশ্ব উষ্ণায়নের সমস্যা বাড়ছে তার সঙ্গে যোগসূত্র বুঝিয়ে বলা
- ✓ কনজ্যুমারদেরকে টাকার অঙ্কে বোঝানো যে অচিরাচরিত শক্তি দ্বারা চালিত বৈদ্যুতিন উপকরন অথবা বিদ্যুৎ
- ✓ সাশ্রয়কারি বৈদ্যুতিন উপকরন ব্যবহার করলে কনজ্যুমাররা কি ভাবে লাভবান হবেন
- ✓ অচিরাচরিত শক্তি দ্বারা চালিত বৈদ্যুতিন উপকরন অথবা বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারি বৈদ্যুতিন উপকরন ব্যবহার করতে গিয়ে কনজ্যুমাররা কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন তা বিস্তারিত জানা । যেমন - এই ডি.আর.ই.সি প্রজেক্টে দেখা গেছে যে সোলার প্যানেল খারাপ হয়ে গেলে সেটকে সাড়ানোর লোক পাওয়া যায় না । এটি একটি বড় সমস্যা যার জন্য অনেক কনজ্যুমার সোলার ব্যবহার করতে চাইছেন না ।

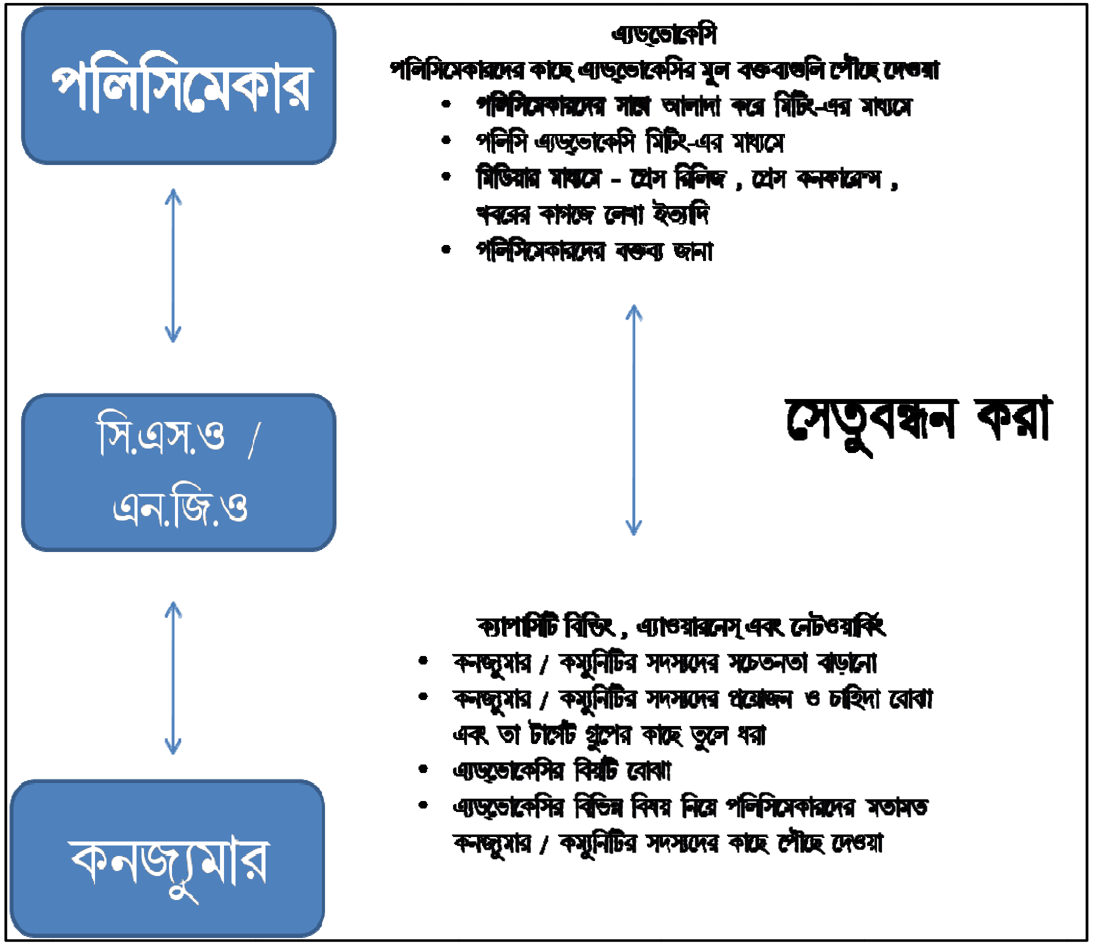

চিত্র নং ১৮ . ডি.আর.ই.সি প্রজেক্টে কি ভাবে এ্যাড্ভিকেসি করা হচ্ছে

পলিসিমেকারদের দিকে -

- ✓ অচিরাচরিত শক্তি দ্বারা চালিত বৈদ্যুতিন উপকরন অথবা বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারি বৈদ্যুতিন উপকরন ব্যবহার করতে গিয়ে কনজ্যুমাররা কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন তা পলিসিমেকরাদের কাছে তুলে ধরা
- ✓ কনজ্যুমারদের অসুবিধাগুলি দূর করতে যা যা করার প্রয়োজন সেগুলি পলিসিমেকারদের জানানো এবং সেগুলি নিয়ে এ্যাড্ভোকেসি করা ।

রাম ও রহিমের গল্প

কিছু শব্দের মানে :

ওয়াট (w) - কোনও বৈদ্যুতিন উপকরন কতটা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে তা বোঝার জন্য এই ইউনিটের ব্যবহার করা হয় । এই তথ্য বৈদ্যুতিন উপকরনের প্যাকেটের ওপরে লেখা থাকে ।

কিলো ওয়াট (Kw) - ওয়াটকে ১,০০০ দিয়ে ভাগ দিলে হয় কিলো ওয়াট । অর্থাৎ ১,০০০ ওয়াট মানে ১ কিলো ওয়াট ।

কিলো ওয়াট ঘনটা (KwH) - কিলো ওয়াটকে ঘন্টা দিয়ে গুন করলে হয় কিলো ওয়াট আওয়ার বা KwH । উদাহরন - একটি ১০ ওয়াটের এল.ই.ডি (LED) যদি ১০ ঘন্টা করে জ্বলে তবে [(১০ x ১০)/ ১,০০০] = ০.১০ KwH বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়েছে এক দিনে । একই ভাবে আমরা বলতে পারি যে এক মাসে ওই এল.ই.ডি ল্যাম্প [০.১০ x ৩০] = ৩ KwH বিদ্যুৎ ব্যবহার করে ।

কোনও একটি বৈদ্যুতিন উপকরন এক মাসের বিদ্যুতের ব্যবহার পাব কি করে?

(কতক্ষন দিনে ব্যবহৃত হচ্ছে) x [(কত ওয়াট ব্যবহার করছে)/ ১,০০০] x ৩০

রাম ও রহিমের গল্প

- ✓ রাম ও রহিম দুই বন্ধু
- ✓ তাদের বাড়িদুটি অবিকল এক রকম দেখতে
- ✓ কিন্তু বাড়ি এক রকম হলে কি হবে , রামের বিদ্যুতের বিল রহিমের চেয়ে অনেক বেশী ।
- ✓ এখন প্রশন হল এটা কেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর জানতে গেলে আমাদের দেখতে হবে রাব ও রহিম বাড়িতে কি কি বৈদ্যুতিন উপকরন ব্যবহার করছে । নীচের টেবিলে তা দেওয়া হল-

টেবিল নং ১ . রাম ও রহিম কি কি বৈদ্যুতিন উপকরন ব্যবহার করে ?

কতগুলি সংখ্যক বৈদ্যুতিন উপকরন ব্যবহার হচ্ছে?	কি কি বৈদ্যুতিন উপকরন ব্যবহার হচ্ছে?	দিনে কতক্ষন বৈদ্যুতিন উপকরনগুলি ব্যবহার হচ্ছে?	বৈদ্যুতিন উপকরনগুলি কত ওয়াটের?	
			রাম	রহিম
৩	বাল্ব	৮ ঘন্টা	৪০ ওয়াট	-
৩	সি.এফ.এল	৮ ঘন্টা	-	১১ ওয়াট
২	সাধারন পাখা	৬ ঘন্টা	৮০ ওয়াট	-
২	ফাইভ স্টার পাখা	৬ ঘন্টা	-	৫০ ওয়াট
১	টি.ভি	৪ ঘন্টা	১০০ ওয়াট	-
১	ফাইভ স্টার টি.ভি	৪ ঘন্টা	-	১০০ ওয়াট
১	ফ্রস্ট ফ্রী ফ্রিজ	২৪ ঘন্টা	১২৫ ওয়াট	-
১	ফাইভ স্টার ফ্রস্ট ফ্রী ফ্রিজ	২৪ ঘন্টা	-	৪৬ ওয়াট
১	১.৫ টন এ.সি.	২ ঘন্টা	২,৩৬৮ ওয়াট	-
১	ফাইভ স্টার১.৫ টন এ.সি.	২ ঘন্টা	-	১,৬৭৭ ওয়াট

এবার দেখা যাক রাম ও রহিম মাসে কত ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার করে

টেবিল নং ২ . রামের বিদ্যুতের ব্যবহার					
কি কি বৈদ্যুতিন উপকরন ব্যবহার হচ্ছে?	কতগুলি সংখ্যক বৈদ্যুতিন উপকরন ব্যবহার হচ্ছে?	দিনে কত ঘন্টা বৈদ্যুতিন উপকরনগুলি ব্যবহার হচ্ছে?	ওয়াটের (W)	দিনে কত KwH বিদ্যুত ব্যবহার হচ্ছে = (যতগুলি সংখ্যক বৈদ্যুতিন উপকরন ব্যবহার হচ্ছে x দিনে যত ঘন্টা বৈদ্যুতিন উপকরনগুলি ব্যবহার হচ্ছে x যত ওয়াট ব্যবহৃত হচ্ছে)/ ১,০০০	মাসে কত KwH বিদ্যুত ব্যবহার হচ্ছে = (দিনে কত KwH বিদ্যুত ব্যবহার হচ্ছে x ৩০)
বাল্ব	৩	৮	৪০	০.৯৬	২৮.৮
পাখা	২	৮	৮০	১.২৮	৩৮.৪
টি.ভি	১	৪	১০০	০.৪	১২
ফ্রস্ট ফ্রী ফ্রিজ	১	২৪	১২৫	৩	৯০
১.৫ টন এ.সি.	১	২	২৩৬৮	৪.৭৩৬	১৪২.০৮
মাসে কত KwH বিদ্যুত ব্যবহার হচ্ছে					৩১১.২৮

টেবিল নং ৩ . রহিমের বিদ্যুতের ব্যবহার					
কি কি বৈদ্যুতিন উপকরন ব্যবহার হচ্ছে?	কতগুলি সংখ্যক বৈদ্যুতিন উপকরন ব্যবহার হচ্ছে?	দিনে কত ঘন্টা বৈদ্যুতিন উপকরনগুলি ব্যবহার হচ্ছে?	ওয়াটের (W)	দিনে কত KwH বিদ্যুত ব্যবহার হচ্ছে = (যতগুলি সংখ্যক বৈদ্যুতিন উপকরন ব্যবহার হচ্ছে X দিনে যত ঘন্টা বৈদ্যুতিন উপকরনগুলি ব্যবহার হচ্ছে X যত ওয়াট ব্যবহৃত হচ্ছে)/ ১,০০০	মাসে কত KwH বিদ্যুত ব্যবহার হচ্ছে = (দিনে কত KwH বিদ্যুত ব্যবহার হচ্ছে X ৩০)
সি.এফ.এল	৩	৮	১১	০.২৬৪	৭.৯২
ফাইভ স্টার পাখা	২	৮	৫০	০.৮	২৪
ফাইভ স্টার টি.ভি	১	৪	৫০	০.২	৬
ফাইভ স্টার ফ্রস্ট ফ্রী ফ্রিজ	১	২৪	৪৬	১.১০৪	৩৩.১২
ফাইভ স্টার ১.৫ টন এ.সি.	১	২	১৬৭৭	৩.৩৫৪	১০০.৬২
মাসে কত KwH বিদ্যুত ব্যবহার হচ্ছে					**১৭১.৬৬**

টেবিল ২ ও টেবিল ৩ থেকে দেখা যাচ্ছে রহিম ফাইভ স্টার লেবেল দেওয়া বৈদ্যুতিন উপকরন ব্যবহার করাতে তার মাসে প্রায় ৩১১.২৮ - ১৭১.৬৬ = ১৩৯.৬২ ইউনিট বেঁচে যাচ্ছে । **অর্থাৎ বছরে তার বাঁচছে প্রায় = ১৬৭৫.৪৪ ইউনিট** । আমরা যদি ধরে নিই যে বিদ্যুতের মাশুল ইউনিট প্রতি ৫ টাকা , তাহলে , রামের তুলনায় রহিম বছরে প্রায় **১৬৭৫.৪৪ X ৫ = ৮,৩৭৭ টাকা সাশ্রয় করে** । এর অন্যতম কারণ হল বাড়িতে বিদ্যুত সাশ্রয়করি বৈদ্যুতিন উপকরনের ব্যবহার ।

এবার দেখা যাক রাম ও রহিম বৈদ্যুতিন উপকরনগুলি কিনতে কত টাকা খরচ করেছে

টেবিল নং ৪ . বৈদ্যুতিন উপকরন কিনতে রহিমের মোট খরচ			
কি কি বৈদ্যুতিন উপকরন কিনেছে?	বৈদ্যুতিন্ উপকরনটির দাম (টাকার অঙ্কে) **(P)**	কতগুলি সংখ্যক বৈদ্যুতিন উপকরন কিনেছে? **(T)**	মোট খরচ (টাকার অঙ্কে) = **(P) x (T)**
সি.এফ.এল	১৩০	৩	৩৯০.০০
ফাইভ স্টার পাখা	১,৪৫০	২	২,৯০০.০০
ফাইভ স্টার টি.ভি	১৩,০০০	১	১৩,০০০.০০
ফাইভ স্টার ফ্রস্ট ফ্রী ফ্রিজ	১২,০০০	১	১২,০০০.০০
ফাইভ স্টার ১.৫ টন এ.সি.	২০,০০০	১	২০,০০০.০০
মোট খরচ			৪৮,২৯০.০০

CUTS International
Consumer Unity & Trust Society
Calcutta Resource Centre
3, Suren Tagore Road, 2nd Floor, Kolkata – 700019, India
Phone: 91.33.4068-3154 / 2460-4987
Telefax: 91.33.2460-4987
Email: ag@cuts.org / calcutta@cuts.org
Website: www.cuts-international.org

টেবিল নং ৫ . বৈদ্যুতিন উপকরন কিনতে রামের মোট খরচ			
কি কি বৈদ্যুতিন উপকরন কিনেছে?	বৈদ্যুতিন্ উপকরনটির দাম (টাকার অঙ্কে) **(P)**	কতগুলি সংখ্যক বৈদ্যুতিন উপকরন কিনেছে? **(T)**	মোট খরচ (টাকার অঙ্কে) = **(P) x (T)**
বাল্ব	**২০**	**৩**	**৬০.০০**
পাখা	**৭৫০**	**২**	**১,৫০০.০০**
টি.ভি	**৫৫০০**	**১**	**৫,৫০০.০০**
ফ্রস্ট ফ্রী ফ্রিজ	**৭৫০০**	**১**	**৭,৫০০.০০**
১.৫ টন এ.সি.	**১৫০০০**	**১**	**১৫,০০০.০০**
মোট খরচ			**২৯,৫৬০.০০**

টেবিল ৪ ও ৫ থেকে দেখা যাচ্ছে রহিম রামের চেয়ে বেশী পয়সা খরচ করে বৈদ্যুতিন উপকরনগুলি কিনেছে । অতিরিক্ত টাকার পরিমান (যা রহিম খরচা করেছে) = ৪৯,২৮০ - ২৯,৫৬০ = ১৮,৭৩০ টাকা । কিন্তু রহিম বছরে ৮,৩৭৭ টাকা সাশ্রয় করছে বিদ্যুতের বিলে । সেদিক থেকে দেখতে গেলে **রহিম তার অতিরিক্ত টাকা ফেরৎ পেয়ে যাচ্ছে ১৮,৭৩০/৮,৩৭৭ = ২.২৩ অর্থাৎ আড়াই বছরেরো কমে** । শুধু তাই নয় , যতদিন সে ওই বৈদ্যুতিন উপকরন ব্যবহার করবে সে আখেরে লাভ করবে কারণ তার বিদ্যুতের খরচ সবসময় রামের তুলনায় কম হবে।